POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

سَنُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ بِمَآ اَشْرَكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
بِهٖ سُلْطٰنًا ۚ وَمَاْوٰىهُمُ النَّارُ ۭ وَبِئْسَ
مَثْوَى الظّٰلِمِيْنَ ○ (آل عمران:152)

যাহারা অস্বীকার করিয়াছে অচিরেই আমরা তাহাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করিব যেহেতু তাহারা আল্লাহ্‌র সহিত এমন বস্তুকে শরীক করিয়াছে যাহার স্বপক্ষে তিনি কোন প্রমাণ নাযেল করেন নাই। তাহাদের আবাসস্থল আগুন, আর যালেমদের অবস্থানস্থল কতই না মন্দ!

(আলে ইমরান:১৫২)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 48

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 28 নভেম্বর, 2019 30 রবিউল আওয়াল 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার অবস্থায় মানুষ শয়তানের দাসে পরিণত হয়। আর 'লাওয়ামা' বা অনুশোচনাকারী অবস্থায় সে শয়তানের সঙ্গে এক প্রকার যুদ্ধ করে। কিন্তু 'মুতমাইন্নাহ' বা শান্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় এক প্রকার প্রশান্তি ও সুখ অনুভব করে, আর সে বিশ্রামে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়া গৃহীত হওয়ার শর্তাবলী

একথাও ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, পৃথিবীত প্রতিটি বস্তুতে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর বনস্পতি থেকে কীটপতঙ্গ এবং মুষিক পর্যন্ত কোনও বস্তুই এমন নেই যা মানুষের উপকারে আসে না। পার্থিব হোক বা অপার্থিব, সব কিছুই আল্লাহ্ তা'লার অনন্ত ও অপার গুণাবলীর প্রতিবিম্ব ও চিহ্ন। গুণাবলীর মধ্যেই যখন এত কল্যাণ রয়েছে, তবে তাঁর সত্তায় কিরূপ কল্যাণ নিহিত রয়েছে? এ স্থানে একথাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যেভাবে আমরা নিজেদের ভুল ও নির্বুদ্ধিতার কারণে এই বস্তুসমূহ দ্বারা কোনও কোনও সময় নিজেদেরই ক্ষতি করে বসি। এই কারণে নয় যে এই জিনিসগুলির মধ্যে ক্ষতিকারক কোনও উপাদান রয়েছে, বরং সেটি আমাদের নিজেদেরই ভুলের পরিণাম হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে আমরা খোদা তা'লার কিছু গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকার কারণে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের সম্মুখীন হই। অন্যথায় খোদা তা'লা তো মূর্তিমান দয়া ও করুণা। মানুষ যে পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট পায় তার অন্তর্নিহিত কারণ হল আমাদের অপূর্ণমূল্যায়ন এবং জ্ঞানের অভাব। অতএব, ঐশীগুণাবলীর আলোকে আমরা খোদা তা'লার অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান এমন এক কল্যাণকর সত্তা হিসেবে পাই যা আমাদের যাবতীয় কল্পনাশক্তির অতীত। সেই ব্যক্তিই এই কল্যাণসমূহ দ্বারা অধিক সমৃদ্ধ হয় যে তাঁর অধিক নৈকট্য অর্জন করে। এই মর্যাদা সেই সব লেকেরাই পেয়ে থাকে যাদেরকে মুত্তাকি বলা হয় এবং আল্লাহ্‌র নিকট স্থান পায়। মুত্তাকি খোদার যত কাছে আসে, সেই অনুপাতে সে হেদায়াতের জ্যোতি লাভ করে যা তার জ্ঞান-বুদ্ধিতে এক প্রকার দীপ্তি এনে দেয়। আর সে যত দূরে সরে যায়, এক ধ্বংসাত্মক তার মন-মস্তিষ্কে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এমনকি সে صُمٌّۢ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ (সূরা বাকারা,আয়াত:১৯)-এর সত্যায়নস্থল হয়ে লাঞ্ছনা ও ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। কিন্তু এর বিপরীতে ঐশী জ্যোতি লাভে ধন্য ব্যক্তি অপার সুখ-স্বাচ্ছন্দ লাভ করে ও পরম সম্মানে ভূষিত হয়। খোদা তা'লা স্বয়ং বলেছেন, يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ অর্থাৎ সেই আত্মা যা শান্তি প্রাপ্ত। এই শান্তিপ্রাপ্তি খোদার পক্ষ থেকে হয়েছে। অনেকে সরকারের পক্ষ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি লাভ করে থাকে। অনেকে আছে যাদের কাছে ধন-সম্পদ ও সম্মানই হল প্রশান্তির কারণ। অনেকে আবার সুদর্শন ও বুদ্ধিমান সন্তান ও নাতি-নাতনিদের দেখে বাহ্যত প্রশান্তি লাভ করে থাকে। কিন্তু এই জাগতিক আনন্দ-উপভোগ মানুষকে প্রকৃত প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করতে পারে না। বরং এক প্রকার অপবিত্র লালসার জন্ম দেয় যা ক্রমশ বেড়েই চলে। পলিডিপসিয়া রুগীর ন্যায় কখনই তার তৃষ্ণার নিবারণ হয় না, ক্রমে যা তাকে মৃত্যু মুখে ঠেলে দেয়। কিন্তু এখানে খোদা তা'লা বলেন, সেই আত্মা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শান্তি-প্রাপ্ত হবে। এই মর্যাদা লাভ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব। এই অবস্থায় মানুষ জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, ধন-সম্পদ ও বৈভব থাকা সত্ত্বেও খোদার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি খুঁজে পায়; স্বর্ণ-আভুষণ মনি-মাণিক্য এবং জগতের আকর্ষণ তাকে প্রকৃত সুখ এনে দেয় না। অতএব, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ খোদা তা'লার মধ্যেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি না পায়, সে মুক্তিলাভ (নাজাত) করতে পারে না, কেননা মুক্তিই (নাজাত) হল প্রশান্তির সমার্থক শব্দ।

শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা ছাড়া মানুষ নাজাত পেতে পারে না

আমি অনেক মানুষকে দেখেছি আর অনেকের জীবন পর্যবেক্ষন করেছি যারা পৃথিবীতে ধন-সম্পদ ও অসার আনন্দ ও সন্তান ও নাতি-নাতিনি সহ যাবতীয় প্রকারের নেয়ামত ভোগ করেছে। যখন মৃত্য তাদের সন্নিকটে আসে আর ইহজগত ও জগতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে পৃথক হতে চলেছে বলে টের পায়, তখন অপূর্ণ কামনা-বাসনা ও আক্ষেপের আগুন তাদেরকে গ্রাস করে ফেলে, কিছুতেই তাদের হা-হুতাশ যায় না। এটিও এক প্রকার জাহান্নাম যা মানুষকে শান্তি ও স্বস্তি দেয় না, বরং উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার আবর্তে ফেলে রাখে। কাজেই এই বিষয়টিও আমার বন্ধুদের কাছে যেন গোপন না থাকে যে, প্রায় সময় মানুষ পরিবার-সন্তান এবং ধন-সম্পদের মোহে এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং এই ভালবাসা মোহে ও আবেগে এমন অবৈধ কাজ করে বসে যা তার ও খোদার মাঝে এক অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার জন্য এক দোযখ তৈরী করে দেয়। প্রথমত সে এটি বুঝে উঠতে পারে না, কিন্তু সহসায় সব কিছু তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, যার জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। মানুষ তখন এক অবর্ণনীয় উৎকণ্ঠায় ভোগে। এ বিষয়টি এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, মানুষ যখন কোনও জিনিসকে ভালবাসে, তার থেকে পৃথক হওয়া তাকে অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত করে তোলে। এটি কেবল কোনও তত্ত্বকথাই নয়, বরং যুক্তিসম্মত যা আল্লাহ্ তা'লা বর্ণনা করেছেন- نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ○ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ (সূরা হুমাযা, আয়াত: ৭,৮) অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন অপরের ভালবাসার সেই আগুনই মানুষকে ভস্মীভূত করে দেয় আর এক অতিশয় যন্ত্রনাদায়ক আযাব তাকে ঘিরে ফেলে। আমি পুণরায় বলছি, একথা সম্পূর্ণ সত্য ও নিশ্চিত যে, 'নফসে মুতমাইন্নাহ' বা শান্তিপ্রাপ্ত আত্মা ছাড়া মানুষ মুক্তি লাভ করতে পারে না।

যেরূপ আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, নফসে আম্মারা বা অবাধ্য আত্মার অবস্থায় মানুষ শয়তানের দাসে পরিণত হয়। আর 'লাওয়ামা' বা অনুশোচনাকারী অবস্থায় সে শয়তানের সঙ্গে এক প্রকার যুদ্ধ করে। কখনও সে জয়ী হয়, কখনও শয়তান জয়ী হয়। কিন্তু 'মুতমাইন্নাহ' বা শান্তিপ্রাপ্ত অবস্থায় এক প্রকার প্রশান্তি ও সুখ অনুভব করে, আর সে বিশ্রামে থাকে।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৩-৯৬)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

ন্যাশনাল মজলিস আমেলা (যুক্তরাষ্ট্র)-এর সঙ্গে বৈঠক

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

হুযুর আনোয়ার বলেন-পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে আর যার সমাধান হওয়া সম্ভব নয়, তার থেকে বরং এমন মামলাগুলির গোঁড়াতেই নিষ্পত্তি করে দেওয়া দরকার।

হুযুর আনোয়ার আমুর আমা সেক্রেটারীর কাছে জানতে চান যে, এই বিষয়গুলি ছাড়াও যে সমস্ত শরণার্থী এসেছে তাদেরকে কর্মসংস্থানের জন্য সাহায্য করারও আপনার দায়িত্ব। এই বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিচ্ছেন?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমরা যুক্ত-রাষ্ট্রের চারটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সেন্টার তৈরী করেছি। গত এক-দেড় বছরে আমরা ২৮ শতাংশ পরিবারকে সহায়তা করেছি। এর জন্য আমরা খুদ্দামুল আহমদীয়া এবং 'সানাত ও তিজারত' (কারিগরি শিক্ষা ও বানিজ্য) বিভাগের সঙ্গে কাজ করছি।

হুযুর আনোয়ার 'সানাত ও তিজারত' বিভাগের সেক্রেটারীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এ বিষয়ে আপনি কি করছেন? সেখান থেকে যারা আসে, তাদের ভাষাগত সমস্যার দিকটিও রয়েছে। মেকানিক, কার্পেন্টিং বা এই ধরণের কাজ তারা করতে পারে, কিন্তু ভাষাগত বাধার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, লোকেরা যখন এখানে আসেন, আমরা তাদের কাছে জানতে চাই যে তারা কি করতে ইচ্ছুক বা পাকিস্তানে কি কাজ করতেন। আবাস নির্মাণকার্যে কাজ করলে তাদেরকে কোনও ঠেকাদারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই ধীরে ধীরে পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে অনেকে নিজের ব্যবসাও আরম্ভ করে দেয়।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, অনেক মহিলারা যারা এখানে চাকরী করছে, এখন তারা সেই চাকরী ছেড়ে অন্য কিছু করতে চায়। এমন মহিলাদের জন্য আপনার কোনও পরিকল্পনা রয়েছে?

সেক্রেটারী সাহেব উত্তর দেন, কিছু মহিলাদের সম্পর্কে জানা গেছে যে তারা সেলাই ও জরির কাজ জানেন। আমরা এমন মহিলাদেরকে সেলাই মেশিন কিনে দিই।

হুযুর আনোয়ার এ বিষয়ে জানতে চান যে, অনেক মা একাকী তাদের সন্তানকে সঙ্গে করে এনেছেন, যাদের স্বামী হয় তাদের ছেড়ে দিয়েছে, নচেৎ সঙ্গে আসতে পারে নি। অনেকের স্বামী মারাও গেছেন। তাদের জন্য কি প্রচেষ্টা হচ্ছে?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এই ধরণের তিনটি পরিবার আমার জামাতেও রয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। যে সমস্ত পরিবারে কোনও পুরুষ নেই, তাদের জন্য উপযুক্ত কোনও চাকরী সন্ধান করে দেওয়ার চেষ্টা থাকে। সেলাই ও জরির কাজ জানলে 'সানাত ও তিজারত' বিভাগের তরফ থেকে তাদেরকে সেলাই মেশিনও কিনে দেওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল তালিম সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, শরণার্থী শিশুরা যেন শিক্ষালাভের সুযোগ পায়, সে বিষয়ে আপনাকে তাদের সহায়তা করা উচিত। যাদের বয়স অধিক, স্কুলে ভর্তি হতে পারবে না, তারা যেন কোনও ডিপ্লোমা করতে পারতে বা কোনও কারিগরি দক্ষতা অর্জন করতে পারে, সে বিষয়ে তারা যেন পথ-নির্দেশনা পায়। আমুরে আমা বিভাগ থেকে এমন ব্যক্তিদের ডেটা সংগ্রহ করে তাদের দিক-নির্দেশনা দিন। প্লাম্বিং, মেকানিক বা এই ধরণের কোনও কারিগরি শিক্ষা অর্জন করতে পারলে বেশি ভাল কাজের সুযোগ পাবে, অন্যথায় তারা উবের-এর ট্যাক্সি চালানোর কাজ শুরু করে দেয়। এই উবের আর কতদিন চলবে তা বলা যায় না। প্রায় তাদের উপর মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকে। জানি না এই কোম্পানি আর কতদিন নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে। তাই উবের ছাড়াও অন্যান্য কাজও করা উচিত। সানাত ও তিজারত সেক্রেটারীকে এ দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সানাত ও তিজারত সেক্রেটারীকে নির্দেশ দিয়ে হুযুর আনোয়ার বলেন- মহিলাদের পক্ষ থেকে এই মর্মে অভিযোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, যে- জামাতের যে সমস্ত বিভাগে পুরুষরা কাজ করে, তারা কেবল পুরুষদের অধিকার রক্ষা করে চলে, মহিলাদের অধিকারের প্রতি তাদের দৃষ্টি নেই। এই ধরণের অভিযোগগুলি দূর করুন।

এরপর হুযুর আনোয়ার যিয়াফত সেক্রেটারীকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান, জুমার দিন যিয়াফত বিভাগ আট হাজার অতিথিদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করেছিল। লোকেরা খাবার পছন্দও করেছিল। খাওয়ার ব্যবস্থা ঠিক ছিল, কিন্তু বৃষ্টিতে প্যাণ্ডেলের ভিতরে অনেক কাদা হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে অসুবিধায় পড়তে হয়েছিল। অতিথিদের পক্ষ থেকে অবশ্য এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ আসে নি। আলহামদোলিল্লাহ।

এরপর হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল সেক্রেটারী মালের কাছে জানতে চান যে, যে সমস্ত ব্যক্তি চাঁদা দেন, তাদের মাথা পিছু কত করে চাঁদা হয়?

সেক্রেটারী সাহেব বলেণ, যারা ওসীয়্যতের চাঁদা দেন তাদের হিসেবে মাথাপিছু আয় ৪৭০০ ডলার। আর যারা চাঁদা আমা দিচ্ছেন, তাদের মাথাপিছু আয় ১৫১৮ ডলার বাৎসরিক।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে সেক্রেটারী সাহেব বলেন, এমনিতে যুক্তরাষ্ট্রে গড় বেতন রাজ্য ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। তবুও মোটের উপর গড়ে ৩২ হাজার থেকে ৬০ হাজার ডলার বাৎসরিক বেতন হয়ে থাকে। সাধারণ হিসেবে একজন অদক্ষ শ্রমিকের মজুরি ঘন্টায় ১৫ ডলার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি ঘন্টায় ১৫ ডলার পারিশ্রমিক হয়, তবে সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টার হিসেবে বাৎসরিক বেতন দাঁড়ায় প্রায় ৩০ হাজার ডলার। কিন্তু আপনাদের যারা ওসীয়্যত করেন নি, তাদের আয় বাৎসরিক ১৫ থেকে ১৮ হাজার, যা প্রকৃত উপার্জনের অর্ধেক।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেক ট্যাক্সি চালক নিজেদের আসল আয় অনুসারে চাঁদা দেয়। চাঁদার সূত্র ধরে তাদের সাপ্তাহিক আয়ের হিসেবে পেয়ে যেতে পারেন। এর ভিত্তিতে আপনি অন্যদেরকেও নিজেদের আয় বাড়াতে বলতে পারেন। স্থানীয় জামাতের সেক্রেটারী মালদের বলুন এ বিষয়ে কাজ করতে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আপনারা কিভাবে নিজেদের বাজেট তৈরী করেন? স্থানীয় সেক্রেটারী কি প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে বাজেট লিখে নিয়ে আসেন?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, আমি সেক্রেটারী মালদেরকে একথাই বলি, তারা যেন প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর বাজেট লেখেন। কিন্তু তারা প্রত্যেক সদস্যের কাছে যান না। তাই যখনই আমরা বাজেট হাতে পাই, সেটিকে আগের বছরের বাজেটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি সঠিক পন্থা নয়। আর এই তথ্যও সঠিক হয় না। প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল ওসীয়্যত সেক্রেটারীর কাছে জানতে চান যে, উপার্জনশীল ৫০% সদস্যকে ওসীয়্যতের অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যমাত্রা আপনারা কি ছুঁয়ে ফেলেছেন?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন,আমরা এখন লক্ষ্যমাত্রা থেকে দূরে আছি। এখন পর্যন্ত ২৮ শতাংশ লক্ষ্য অর্জিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, মূসীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে প্রকৃত আয় অনুসারে চাঁদা দানের ক্ষেত্রে যে সমস্যা দেখা দিচ্ছে তা অনেকাংশে দূর হবে।

সেক্রেটারী ওসীয়্যত বলেন, আমরা এবিষয়ে কাজ করছি। হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করছি। কিছু কিছু জামাত এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলেছে, আর কিছু জামাত এখনও পিছনে রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, আপনাদের স্থানীয় ওসীয়্যত সেক্রেটারীরা সক্রিয়? আপনি তাদেরকে নিয়ে কোনও রিফ্রেশর কোর্সের বন্দোবস্ত করেন বা তাদের সমস্যাবলী সম্পর্কে জানতে চান?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, সব থেকে বড় যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, সেটি হল যুবকরা এই মতামত ব্যক্ত করে যে, তাদের তাকওয়ার মান এখনও সেই পর্যায়ে উপনীত হয় নি, কাজেই আমরা ওসীয়্যত করতে পারি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটা ছুতো মাত্র। এ প্রসঙ্গে আমি একটি খুতবাও দিয়েছিলাম। আপনি ওসীয়্যত করলে আল্লাহ্ তা'লা আপনার তাকওয়ার মান উন্নত করার তৌফিকও দিবেন। এমন মানুষদের জন্য সেই খুতবাটি বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশ করুন। জার্মনী অনেক বড় জামাত। তারা এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে ফেলেছে, যুক্তরাজ্যও তাদের লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে।

এরপর এডিশিনাল সেক্রেটারী মাল বলেন, আমি আর্থিক নীতি বিষয়ক দলের সঙ্গে কাজ করি, যার সদস্য সংখ্য দশ জন। প্রত্যেক সদস্যের অধীনে প্রায় দশটি করে জামাত রয়েছে।

সেক্রেটারী মালকে হুযুর আনোয়ার সম্বোধন করে বলেন, যে সমস্ত ব্যক্তি নিজের প্রকৃত আয় অনুসারে চাঁদা দেয় না, তাদের জন্য কোনও পরিকল্পনা করুন। তারা যদি কোনও কারণ বশতঃ প্রকৃত আয়ের উপর চাঁদা দানে অপারগ হন, তবে

এর পর ৯ পাতায়

জুমআর খুতবা

নামায যাবতীয় উন্নতির মূল ও সোপান। এই জন্যই বলা হয়েছে নামায মোমেনের মেরাজ বা পরম আধ্যাত্মিক মার্গ

সেই ব্যক্তি মোমেন যে নামাযের প্রতি নিয়মনিষ্ঠ।

আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাচনা করার কিছু নিয়ম ও নীতি রয়েছে, যেগুলি অনুসরণ করা বিধেয়।

সেটিই নামায যার মধ্যে চিত্ত-বিগলন ও ব্যকুলতা থাকে।

সর্বোৎকৃষ্ট দোয়া হল সূরা ফাতিহা

নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্ট প্রকারের চাহিদা নিঃসংকোচে আল্লাহ্‌র কাছে যাচনা করা উচিত, কেননা তিনিই প্রকৃত দাতা। কেবল দোয়ার দ্বারা কার্য সমাধা হয় না, সঙ্গে চেষ্টা থাকতে হবে। সেটিই ইবাদত যা আল্লাহ্‌র নৈকট্য দান করে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ২৫ অক্টোবর , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৫ ইখা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ (الحج:42)

(সূরা আল্ হাজ্জ: ৪২)

অর্থাৎ এরা সেসব মানুষ, যাদের আমরা পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দিবে আর ভালো কাজের আদেশ দিবে ও মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে। আর সব কাজের (শুভ) পরিণাম আল্লাহ্‌রই হাতে।

এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনদের এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, সত্যিকার মু'মিন তারা যারা ক্ষমতা লাভ করলে, দুর্বলতা এবং উৎকণ্ঠার পর নিরাপত্তা লাভ হলে, অনুকূল পরিবেশ লাভের পর স্বাধীনভাবে নিজেদের ইবাদত এবং ধর্ম পালনের পরিবেশ লাভ হলে নিজেদের কামনা-বাসনা এবং স্বার্থ চরিতার্থ করার প্রতি মনোযোগী হয় না বরং নামায কায়েম করে, নিজেদের নামাযের প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে, নিজেদের মসজিদ আবাদকারী হয়ে থাকে, মানবসেবী হয়, খোদাভীতির সাথে দরিদ্র এবং মিসকীনদের জন্য নিজেদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে, ধর্ম-প্রচারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করে, আল্লাহ্ তা'লার ধর্মের প্রচারের লক্ষ্যে নিজের সম্পদ থেকে ব্যয় করে সম্পদকে পবিত্র করে। সৎকাজের প্রতি নিজেরাও মনোযোগ দেয় আর অন্যদেরও সৎকাজ করার এবং আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজেরাও মন্দকাজ থেকে বিরত থাকে আর অন্যদেরও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখে। আর এসব কাজ যেহেতু তারা খোদাভীতির কারণে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মানার প্রেরণায় করে, তাই আল্লাহ্ তা'লাও তাদের কর্মের সর্বোত্তম ফলাফল প্রকাশ করেন, কেননা সবকিছুর ফলাফল খোদা তা'লাই নির্ধারণ করেন। অতএব যেকাজ খোদার নির্দেশনায়, তাঁর আদেশে ও তাঁর ভয় হৃদয়ে ধারণ করে করা হয় নিশ্চিতরূপে এর পরিণাম উত্তমই হবে। কাজেই আমাদের প্রত্যেকেই যদি এই নীতিগত কথাটি অনুধাবন করে তাহলে ক্রমাগতভাবে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি অর্জনকারী হতে থাকবে।

আপনারা এখানে মেহদিয়াবাদ-এ মসজিদ নির্মাণ করেছেন। অনুরূপভাবে সম্প্রতি ফুলডা এবং গিসেনেও মসজিদের উদ্বোধন হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মানির জামা'ত শত মসজিদ (নির্মাণ) প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন (স্থানে) মসজিদ নির্মাণের তৌফিক লাভ করছে। আর নিশ্চিতরূপে জামা'তের সদস্যরা মসজিদ নির্মাণের লক্ষ্যে এ কারণে আর্থিক কুরবানী করছেন যাতে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর অনুবর্তিতায় আমাদেরকে আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করতে হবে। পাকিস্তান থেকে হিজরতের পর আমাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়েছে। এটি আমাদের মধ্য হতে প্রত্যেকের মনোযোগ খোদা তা'লার পথে খরচ করা ও তাঁর গৃহ নির্মাণ করার প্রতি আকর্ষণ করা উচিত যেন আমরা সেখানে সমবেত হয়ে নামায প্রতিষ্ঠা করতে পারি এবং বাজামা'ত নামায আদায় করতে পারি। নিজেদের নামাযে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে পারি যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি একনিষ্ঠ মনোযোগ নিবদ্ধ হবে এবং যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব পালন করতে পারি। পাকিস্তানে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। সেখানে দেশীয় আইন আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে না। আমাদেরকে স্বাধীনভাবে ইবাদত করার অনুমতি দেয় না, যাতে করে আমরা আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদান করতে পারি, তাঁর ইবাদত করতে পারি। এখানে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের জন্য আমরা মসজিদ নির্মাণ করছি। প্রত্যেকেরই এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত যে, আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা আর্থিক দিক থেকেও কৃপা করেছেন। তাই আমরা তাঁর বান্দাদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকব এবং সচেষ্ট আছি। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করেছি নিজেদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য। অতএব আমাদের এসব মসজিদ উক্ত বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর তা-ই হওয়া উচিত। সুতরাং এখানে বসবাসকারী প্রত্যেক আহমদীর নিজেদের মনমস্তিষ্কে এই চিন্তাধারা জাগ্রত রাখা উচিত আর কর্মের মাধ্যমেও তা প্রমাণ করা উচিত,নতুবা এই মসজিদ নির্মাণ করা অর্থহীন।

অতএব প্রত্যেক আহমদীর স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের উদ্দেশ্য কেবল মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমেই পূর্ণ হবে না, বরং তখন পূর্ণ হবে যখন তারা একনিষ্ঠ হয়ে আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করবে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করবে, বাজামা'ত নামাযের জন্য মসজিদে আসবে। নামাযে নিজেদের মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করবে এবং সেটিকে প্রতিষ্ঠিত রাখবে। মনোযোগ নষ্ট হলে তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় মনোযোগ নামাযের প্রতি এবং আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করবে। এই কথার বাস্তবতাকে অনুধাবন করবে যে, নামাযে আমরা আল্লাহ্ তা'লার সাথে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। কেবল মাথা ঠুকব না, শুধু সিজদা করব না, কেবল আরবী শব্দাবলী আওড়ালে হবে না, বরং নিজের ভাষায় কথাও বলতে হবে। এমন নামায পড়ার চেষ্টা থাকা চাই যাতে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাৎ লাভ হয়।

মুত্তাকীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে এবং প্রকৃত মু'মিনের গুণাবলী তুলে

ধরতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'ইউকিমুনাস সালাতা' তারা করে। তারা নামাযকে দাঁড় করায়। এক মুত্তাকী তার দ্বারা যতটা সম্ভব নামাযকে দাঁড় করায়। অর্থাৎ কখনো নামায পতিত হলে (অর্থাৎ নামাযের মান নেমে গেলে) পুনরায় সেটিকে দাঁড় করায়। তিনি বলেন, অর্থাৎ মুত্তাকী খোদা তা'লাকে ভয় করে এবং নামাযকে ক্বায়েম বা প্রতিষ্ঠিত করে। এই অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার কুধারণা এবং বিপদাপদ দেখা দিয়ে তার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। হৃদয়ের প্ররোচনা ও কুধারণা আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়। হৃদয়ের এসব সন্দেহ এবং কুধারণা, যা আল্লাহ্ তা'লার দিক থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়- এটিই নামাযের পতিত হওয়া। আর পুনরায় এটিকে দাঁড় করানোর অর্থ হলো পুনরায় মনোযোগ আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করা। কিন্তু যদি হৃদয়ে তাকওয়া থাকে তাহলে তিনি বলেন, একজন মুত্তাকী, একজন প্রকৃত মু'মিন মনের এই দোদুল্যমানতায়ও নামাযকে ক্বায়েম করে বা দাঁড় করায়। মোটকথা নামায পতিত হয়(অর্থাৎ নামাযের মান নেমে যায়), কখনো কখানো মনোযোগ নষ্ট হয়, কিন্তু তাকওয়ার দাবি হলো,চেষ্টা করে পুনরায় নামাযকে দাঁড় করানো, পুনরায় নিজের মনোযোগ নামাযের দিকে এবং খোদা তা'লার প্রতি ফিরিয়ে আনা। এটি হলো তা দাঁড় করানো। তিনি বলেন, সে কষ্ট এবং চেষ্টা করে বার বার তা দাঁড় করায়। আর মানুষ যদি অবিচলতার সাথে নামাযের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, যদি এই চেষ্টায় রত থাকে যে, আমাকে আমার নামাযের উন্নত মান অর্জন করতেই হবে; তাহলে এমন একটি সময় আসে যখন আল্লাহ্ তা'লা নিজ বাণীর মাধ্যমে হেদায়েত প্রদান করেন।

অতঃপর হেদায়েত কী সে বিষয়টি স্পষ্ট করে তিনি বলেন, তা এমন অবস্থা হয়ে থাকে যখন নামায দাঁড় করানো ও একে প্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন থাকে না।এমনটি হয় না যে নামায পতিত হলো (অর্থাৎ নামাযের মান নেমে যায়) নামায থেকে মনোযোগ সরে যায়, এরপর পুনরায় নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়- এমনটি হয় না,বরং হেদায়েত লাভের পর নামায তার জন্য খাবার স্বরূপ হয়ে যায় অর্থাৎ খোরাকের ন্যায় হয়ে যায়। মানব দেহের জন্য খাবার খাওয়া যেভাবে আবশ্যক তেমনিভাবে আধ্যাত্মিক উন্নতির অংশ হলো নামায অর্থাৎ নামায আধ্যাত্মিক খাবারে পরিণত হয়। (হুযূর ব্যখ্যা করে বলেন) বাহ্যিক খাবার ছাড়া যেভাবে কোন জীবন টিকে থাকতে পারে না অনুরূপভাবে নামায ছাড়াও জীবন টিকে থাকতে পারে না। শুধু এটিই নয় যে, জীবন টিকিয়ে রাখার জন্য খাবার খেতে হবে,বরং এটি এমন খাবার যা খেলে স্বাদও লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন, নামাযে তাকে সেই স্বাদ ও আনন্দ দান করা হয় যেমনটি প্রচণ্ড পিপাসায় শীতল পানি পান করার ফলে লাভ হয়। কেননা, সে পরম আগ্রহভরে তা পান করে এবং পরিতৃপ্তির সাথে তা উপভোগ করে। যদি পিপাসা থাকে এবং তীব্র পিপাসায় মানুষ যদি কাতর হয়ে যায় আর পানি পাওয়া না যায়- এমন অবস্থায় যদি সুশীতল পানি পাওয়া যায় তাহলে এতে সে ঠিক তেমনই স্বাদলাভ করে যেমনটি একজন প্রকৃত হেদায়েতপ্রাপ্ত ব্যক্তি নামাযের মাধ্যমে স্বাদলাভ করে। অথবা (তিনি এখানে আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন অর্থাৎ) ক্ষুধার্ত অবস্থায় কেউ যদি উন্নত মানের সুস্বাদু খাবার পায় তাহলে তা খেয়ে সে যেরূপ আনন্দিত হয়, তেমনই আনন্দ প্রকৃত নামায আদায়কারী লাভ করে থাকে। অতএব এগুলো হলো সেই নামায যা প্রকৃত অর্থে নামায বলে গণ্য হয়,অর্থাৎ আনন্দের সাথে নামায আদায় করতে হবে, বোঝা মনে করে নয়। অধিকন্তু তিনি (আ.) এই উদাহরণও দিয়েছেন যে, প্রকৃত মু'মিনের জন্য নামায এক ধরনের নেশা হয়ে যায়।যেভাবে এক নেশাসক্ত ব্যক্তি নেশার জিনিস না পেলে খুবই কষ্ট পায়,অনেক ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা অনুভব করে, অনুরূপভাবে নামায ছাড়া সে (অর্থাৎ প্রকৃত মু'মিন) যারপরনাই ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কিন্তু নামায আদায় করলে তার হৃদয়ে এক বিশেষ আনন্দ ও প্রশান্তি অনুভব করে। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃত নামায আদায়কারী নামাযে যে স্বাদ অনুভব করে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেন, মু'মিন মুত্তাকী নামাযে স্বাদ লাভ করে। তাই নামায খুবই সযত্নে ও সুন্দর করে পড়া উচিত। তিনি বলেন, সকল উন্নতির মূল ও সোপান হলো নামায। এজন্যই বলা হয়েছেযে, নামায মু'মিনের মে'রাজস্বরূপ আর এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছানো সম্ভব।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১০)

তাই আমাদের মসজিদ যদি নির্মিত হয় তাহলে তা যেন এমন নামায আদায়ের জন্য নির্মিত হয়। আমরা মসজিদ নির্মাণের প্রতি মনোযোগী হলে তা যেনএই মে'রাজ অর্জন করার উদ্দেশ্যে হয়। আমাদের এই মে'রাজ হওয়া চাই। এটিই সেই মাধ্যম যা আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং খোদা তা'লার সাথে বাক্যালাপের সুযোগ লাভ হয়। অতএব, এই মর্যাদা কীভাবে লাভ হবে- এটি ভেবে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। অবিরাম চেষ্টা-সংগ্রামের ফলে আল্লাহ্ তা'লা এই মর্যাদা দান করেন।

অনেকেই প্রশ্ন করে বা এখনো আমার কাছে লিখে যে, নামাযে মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। অতএব এর চিকিৎসা হলো, চেষ্টা করে বার বার মনোযোগ ধরে রাখা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক বৈঠকেও জনৈক বন্ধু এই প্রশ্ন করেন যে, সম্প্রতি আমার মনের অবস্থা এমন হয়েছে যে, নামাযে স্বাদ এবং বিগলন সৃষ্টি হচ্ছে না আর এজন্য আমি খুবই কষ্টের মধ্যে থাকি, কেননা আমি একবার নামাযের স্বাদ গ্রহণ করেছি। অযথাই বিভিন্ন সন্দেহ-সংশয় দেখা দেয়। যদিও আমি সেগুলোকে বারবার দূর করি কিন্তু তবুও এই কুপ্ররোচনা পিছু ছাড়ছে না। এখন আমি কী করব? তিনি বলেন, এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও কৃপা যে, মানুষ এসব প্ররোচনায় পরাজিত হয় না। অর্থাৎ, আপনি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে,এগুলো মাথাচাড়া দিচ্ছেকিন্তু আপনি সেগুলোকে প্রাধান্য বিস্তার করতে দেন নি। তিনি বলেন, মানুষ যদি এসব কুপ্ররোচনাকে নিজের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না দেয় তাহলে এটিও একটি পুণ্যের অবস্থা, আল্লাহ্ তা'লা এমন কৃপালু ও দয়ালু খোদা যে, তিনি এর জন্যও পুণ্য দান করেন। তিনি বলেন, নফসে আম্মারা বা অবাধ্য প্রবৃত্তির বশে জীবনযাপনকারীরা তো বুঝেই না যে, পাপ কী জিনিস। নিজের অজান্তেই সে একের পর এক পাপ করতে থাকে। নফসে লাওওয়ামার অবস্থা হলো মানুষ পাপ করে কিন্তু পাপ করে সর্বদা ভয় পায় এবং অনুশোচনা করে। অতএব, নফসে লাওওয়ামার অবস্থায় মানুষ পাপ বা মন্দকর্ম করে বসলে লজ্জিত হয়, বিচলিত হয়, উপলব্ধি করে, এর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়ার পর সেটিকে তিরষ্কার করে। আল্লাহ্ তা'লা এর জন্যও তাকে পুণ্য দান করেন। যে অনুতপ্ত হয় ও তওবা করতে থাকে। এমন ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস নয়। তিনি (আ.) বলেন, দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, যদি মন্দ চিন্তা-ভাবনা এবং কুপ্ররোচনা আসে আর তা দূর করার চেষ্টা কর, তাহলে তুমি পুণ্য লাভ করবে, আল্লাহ্ তা'লা এর জন্যও পুণ্য দিয়ে থাকেন। এমন ব্যক্তি প্রবৃত্তির দাস নয় আর এমন অবস্থায় থাকা কিছুটা আবশ্যকও বটে, এর ফলে মনোবল হারানো উচিত নয়, কেননা এতে বড় বড় পুণ্য নিহিত রয়েছে। এমনকি আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং নূর এবং প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ্ তা'লার দয়া লাভের সময় এসে যায় আর একপ্রকার শীতলতা ছেয়ে যায় আর সেই বিষয় বিলীন হয়ে যায়। তাই মানুষের ক্লান্ত হওয়া উচিত নয়। সিজদায় يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ(ইয়া হাইয়ূন, ইয়া কাইয়ূম বিরাহমাতিকা আসতাগিস)এই দোয়া বেশি বেশি পাঠ কর। তিনি (আ.) বলেন, সিজদায় يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ এই দোয়া বেশি বেশি পাঠ কর। কিন্তু স্মরণ রেখো যে, ত্বরাপরায়ণতা ভয়ংকর, ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করবে না। ইসলাম ধর্মে মানুষকে সাহসী হতে হয়, যে ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করে সে বীর নয় বরং কাপুরুষ। বহু বছরের শ্রম এবং চেষ্টা-প্রচেষ্টার পর অবশেষে শয়তানের আক্রমণ দুর্বল হয়ে যায় আর সে পলায়ন করে।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৪৭)

অতএব এই মৌলিক বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখার যোগ্য যে, ত্বরাপরয়ণতা করা যাবে না আর সর্বদা আল্লাহ্ তা'লাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে হবে। তাঁর সম্মুখে বিনয়াবনত থাকতে হবে। অবশেষে একদিন শয়তান পরাস্ত হয়ে পলায়ন করবে, কিন্তু যদি ত্বরাপরায়ণতা প্রদর্শন করা হয় আর নামায প্রতিষ্ঠা করার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা না করা হয় তাহলে মানুষ শয়তানের থাবায় ধৃত হয়। সচরাচর এটিই দেখা যায় যে, মানুষ ত্বরাপরায়ণ, তাৎক্ষণিক প্রতিফল না পেলে বলে দেয় যে, দোয়া করে কোন লাভ হয় নি। এ কথা স্মরণ রাখা উচিত যে, মানুষ যদি কেবল বস্তুজাগতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই দোয়া করতে থাকে তাহলে এমন দোয়া আল্লাহ্তা'লা গ্রহণ করেন না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লার কাছে যদি নিজের আধ্যাত্মিক এবং ধর্মীয় উন্নতি যাচনা করা হয়, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য যাচনা করা হয়, তবেই আল্লাহ্তা'লা নিকটে আসেন এবং এরপর সেই ব্যক্তির জাগতিক চাহিদাও পূর্ণ করে দেন। অতএব আল্লাহ্ তা'লার কাছে যাচনা করারও কিছু পদ্ধতি এবং নীতি রয়েছে আর সেগুলো অনুসরণ করতে হবে। এটি কীভাবে হতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা এক দিকে বলবেন,

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা মু'মিন: ৬১) অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব আর অপর দিকে বান্দা ডাকতেই থাকবে আর আল্লাহ্ শুনবেন না! হযরত আক্বদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

নামাযে দোয়া এবং দরূদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে আর এগুলো আরবী ভাষায় (পড়তে হয়), কিন্তু নামাযে নিজের ভাষায় দোয়া করা তোমাদের জন্য অবৈধ নয়। আল্লাহ্ তা'লার সিদ্ধান্ত অনুসারে নামায হলো তা যাতে বিগলিত চিত্তে কান্নাকাটি এবং পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে। বিগলন সৃষ্টি কর, হৃদয়কে নরম কর, হৃদয়ে খোদা-ভীতি সৃষ্টি কর যে, আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে দণ্ডায়মান হচ্ছি এবং তাঁর কাছেই যাচনা করছি। এমন মানুষের গুনাহ বা পাপ দূরীভূত হয় যার মাঝে কাকুতিমিনতি করার অভ্যাস থাকে। যেমনতিনি বলেন, **'ইন্নাল হাসানাতি ইয়ুযহিবনাস সাইয়িআতি'** (সূরা হূদ: ১১৫) অর্থাৎ নেকি বা পুণ্য মন্দকে দূর করে। এখানে **'হাসানাত'**-এরঅর্থ হলো নামায, আর বিনয় ও বিগলন নিজ ভাষায় দোয়া করার মাধ্যমে অর্জিত হয়। অর্থাৎ কাকুতি-মিনতি ও মানুষের হৃদয়ের বিগলন তখন হয় যদি মানুষ নিজ ভাষায় যাচনা করে এবং সেকী যাচনা করছেতা উপলব্ধিও করে। অতএব নিজ ভাষায় দোয়া কর। এরপর তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা যেসব দোয়া শিখিয়েছেন, সেগুলোও অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেগুলোও করা উচিত। আর সেগুলোর মাঝে সর্বোত্তম দোয়া হলো সূরা ফাতিহা, কেননা এটি 'জামে' দোয়া তথা সকল দোয়ার সমষ্টি। সূরা ফাতিহায় আল্লাহ্ তা'লা আমাদের একটি দোয়া শিখিয়েছেন, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (সূরা ফাতিহা: ০৬)এর অর্থ বড় ব্যাপক আর এটি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, কৃষক যদি চাষাবাদের পদ্ধতি রপ্ত করে নেয় তাহলে সে কৃষিকাজের সীরাতে মুস্তাকিমে উপনীত হবে। কৃষক যদি ক্ষেতখামার করার পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়, চাষাবাদ করা শিখে, হাল চালানো শিখে, বীজ বপণ করতে শিখে, যদি এটি জানা থাকে যে, কখন সার দিতে হবে, কখন পানি দিতে হবে আর কখন কীটনাশক ছড়াতে হবে, তাহলে সে সিরাতে মুস্তাকীমে উপনীত হলো, অর্থাৎ নিজের সেই কর্মগণ্ডির সিরাতে মুস্তাকীমে বা কৃষিক্ষেত্রের সিরাতে মুস্তাকীমে উপনীত হয়। অনুরূপভাবে তোমরা খোদার সাথে সাক্ষাতের সিরাতে মুস্তাকীম অন্বেষণ কর এবং দোয়া কর, হে আল্লাহ্! আমি তোমার পাপী বান্দা আর নিগৃহীত অবস্থায় আছি, তুমি আমাকে পথ দেখাও। ছোট ও বড় সকল প্রয়োজনের জন্য নির্দ্বিধচিত্তে খোদা তা'লার কাছে যাচনা কর, কেননা তিনিই প্রকৃত দাতা এবং তিনিই দিয়ে থাকেন। সে-ই অত্যন্ত পুণ্যবান যে অনেক বেশি দোয়া করে, কেননা যদি কোন কৃপণের দ্বারে, অর্থাৎ কোন হাড়কিপটে লোকের দ্বারেও কোন ভিক্ষুক প্রতিদিনই গিয়ে ভিক্ষা চায় তাহলে অবশেষে একদিন সে-ও লজ্জা পাবে। তাহলে খোদা তা'লার দরবারে যাচনাকারী আর সেই খোদা যিনি অনন্য দাতা, এমন দাতা যার কোন তুলনা হয় না, তাঁর কাছে কেন পাবে না? অতএব যাচনাকারী কখনো না কখানো অবশ্যই পায়। নামাযের দ্বিতীয় নামই হলো দোয়া। যেভাবে বলেছেন, اُدْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা মু'মিন: ৬১)। অর্থাৎ তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। পুনরায় বলেছেন,

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ

(সূরা বাকারা: ১৮৭)

অর্থাৎ আমার বান্দা যখন তোমাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (তুমি বলে দাও) আমি খুবই নিকটে আছি। প্রার্থনাকরীর দোয়া আমি কবুল করি যখন সে দোয়া করে। তিনি (আ.) বলেন, কিছু লোক তাঁর অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় সন্দেহ পোষণ করে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সত্তার প্রমাণ হলো তোমরা আমাকে ডাক এবং আমার কাছে যাচনা কর তাহলে আমিও তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে উত্তর দিব আর তোমাদেরকে স্মরণ করব।

মানুষ বলে থাকে, আমরা তো অনেক ডাকি। যদি তোমরা এটি বল যে, আমরা আহ্বান করি কিন্তু তিনি সাড়া দেন না তাহলে লক্ষ্য করে দেখ! তোমরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে এমন এক ব্যক্তি আহ্বান করছ যিনি অনেক দূরে রয়েছেন। একদিকে দূরত্ব অনেক ব্যাপক আর অপর দিকে তোমাদের নিজেদের কানেও কোন সমস্যা আছে, অর্থাৎ কানও কিছুটা খারাপ, শুনতেও পাও না; তোমরা যে ব্যক্তিকে দূর থেকে ডাকছ তিনি তোমাদের কথা শুনে তোমাদের উত্তর দিবেন কিন্তু দূর থেকে উত্তর দেয়ায় বধিরতার কারণে তোমরা শুনতে পাবে না। কেননা তোমাদের কানে সমস্যা আছে, তাই দূর থেকে উত্তর শুনতে পাবে না। তিনি (আ.) বলেন,অতএব তোমাদের মধ্যবর্তী পর্দা, বাধা ও দূরত্ব যতটাদূর হবে সে অনুপাতে অবশ্যই তোমরা আওয়াজ শুনতে পাবে। চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাধ্যমে তোমরা যত বেশি আল্লাহ্ তা'লার নিকটবর্তী হতে থাকবে তখন তাঁর আওয়াজও শুনতে পাবে। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবী সৃষ্টির পর থেকে একথা প্রমাণিত যে, তিনি তার বিশেষ বান্দাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। এমনটি না হলে তাঁর সত্তা যে আছে এ বিশ্বাসই ধীরে ধীরে (ধরাপৃষ্ঠ থেকে) উঠে যেত। অতএব খোদা তা'লার অস্তিত্বের সবচেয়ে মহান ও শক্তিশালী প্রমাণ হলো তাঁর আওয়াজ শুনা অর্থাৎ হয় সাক্ষাৎ নয়তো কথোপকথন। হয় দেখলাম নয়তো কথা বললাম। সুতরাং বর্তমানে কথোপকথনই সাক্ষাতের স্থলাভিষিক্ত। তবে হ্যাঁ! খোদা এবং যাচনাকরীর মাঝে যতদিন কোন হিজাব বা পর্দা বিরাজ করবে ততদিন আমরা শুনতে পাব না। মধ্যবর্তী পর্দা দূরীভূত হলে পরেই তাঁর আওয়াজ শোনা যাবে।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২২৬-২২৭)

অতএব মধ্যবর্তী এই পর্দা দূর করা আবশ্যক আর এটিও আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি যে, যে ব্যক্তি আমার কাছে নিষ্ঠার সাথে আসবে, আমার সত্তার নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে আমার পানে অগ্রসর হবে, আমিও তার দিকে অগ্রসর হব। মহানবী (সা.)ও এ কথা-ই বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বান্দা আমার দিকে এক পা অগ্রসর হলে আমি তার দিকে দুইপা অগ্রসর হই। বান্দাহেঁটে আসলে আমি দৌড়ে আসি।

(সহী বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, হাদীস-৭৫৩৬)

কাজেই সমস্যা যদি থেকে থাকে তবে তা রয়েছে আমাদের মাঝে। অতএব আমাদের উচিত খোদার পানে অগ্রসর হওয়া। তাঁর পথের সন্ধান করা এবং তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁরই সাহায্য প্রয়োজন।আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি করি,আমাদের জন্য আবশ্যক হলো আল্লাহ্ তা'লার দিকে ধাবিত হবার জন্য পূর্ণ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কেবল একটি কথার উপর আমল করা যে, মসজিদ নির্মাণ কর যাতে ইসলাম সুপরিচিত হয়, এটি যথেষ্ট নয়, বরং এর জন্য ব্যবহারিক প্রচেষ্টাও আবশ্যক। সেইসাথে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্যেরও প্রয়োজন রয়েছে। আর চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য লাভ হয় তবেই সফলতা লাভ হবে। অতএব এটি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

স্মরণ রেখো! বয়আতের সময় তওবার অঙ্গীকারের ফলে এক বরকত সৃষ্টি হয়। এর সাথে যদি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার শর্তকে সংযুক্ত করা হয় তাহলে উন্নতি লাভ হয়ে থাকে। অর্থাৎ বয়আত করলেই বরকত সৃষ্টি হ য়, এর সাথে যদি এই শর্তও থাকে যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিব তাহলে উন্নতিও হতে থাকবে। কিন্তুপ্রাধান্য দেয়ার এ বিষয়টি তোমাদের আয়ত্তাধীন নয় বরং ঐশী সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য প্রয়োজন। যেভাবে তিনি বলেন,

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(সূরা আনকাবুত: ৭০)

অর্থাৎ, আর যারা আমাদের পথে চেষ্টাসাধনা করে অবশেষে তারা হেদায়েত লাভ করে। তিনি বলেন, একটি বীজ যেভাবে পরিচর্যা এবং পানি সিঞ্চ নের অভাবে বরকতশূন্য থেকে যায়, অর্থাৎ কৃষক একটি বীজ বপন করে কিংবা মানুষ একটি বীজলাগায়, সেটিকে যদি পূর্ণ শ্রম দিয়ে লালন না করা হয়, তাতে পানি না দেয়া হয় তাহলে তা ফলনশূন্য থেকে যায়, তাতে সেই কল্যাণ সৃষ্টি হয় না, বরং তা অঙ্কুরিত-ই হয় না। অথবা অঙ্কুরিত হলেও তা খুবই দুর্বল থাকবে, বরং নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তোমরাও যদি এই অঙ্গীকারকে অর্থাৎ ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দানের অঙ্গীকারকে প্রতিনিয়ত স্মরণ না করএবং প্রার্থনা না কর যে, হে খোদা! আমাদের সাহায্য কর, তাহলে খোদার কৃপাবারি বর্ষিত হবে না। তিনি বলেন, খোদার সাহায্য ছাড়া পরিবর্তন অসম্ভব। এটি হতেই পারে না যে, মানুষের মাঝে খোদার সাহায্য ব্যতিরেকে পরিবর্তন সৃষ্টি হবে। তাই তাঁর সাহায্য প্রার্থনার জন্য, তাঁর কৃপা যাচনার জন্য অবশ্যই দোয়া করতে হবে। তিনি বলেন, চোর, দুষ্কৃ তকারী, ব্যভিচারী প্রভৃতি পাপে জড়িত লোকেরা সর্বদা এমন থাকে না, বরং কখনো কখনো তারাও অবশ্যই অনুতপ্ত হয়। সকল পাপীরও একই অবস্থা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের মাঝে পুণ্যের ধারণা অবশ্যই রয়েছে। সুতরাং এই ধারণার জন্য তার খোদার সাহায্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এ

কারণেই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠের আদেশ দেওয়া হয়েছে যাতে 'ইইয়াকা নাবুদু ওইয়াকা নাসতাঈনঠ। এরপর বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইবাদতও তোমারই করি এবং সাহায্যও তোমারই কাছে চাই।

এতে দুটি বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তা হলো, প্রতিটি পুণ্য কাজে শক্তি-সামর্থ্য, চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শ্রম-সাধনার সাথে কাজ করা উচিত। অর্থাৎ, প্রত্যেক পুণ্য কাজেরজন্য আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যে শক্তি-সামর্থ্য দিয়েছেন সে অনুযায়ীযে চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা সম্ভব তা করতে হবে। এটি হলো 'নাবুদু'- র প্রতি ইঙ্গিত, অর্থাৎ ইবাদত করার প্রতি ইঙ্গিত। কেননা যে ব্যক্তি কেবলমাত্র দোয়া করে আর চেষ্টা-সাধনা করে না, সে কল্যাণমণ্ডিত হয় না। কেবলমাত্র দোয়ায় কাজ হয় না, চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করতে হবে, (এটি ছাড়া) সে সফল হতেই পারে না। উদাহরণস্বরূপ কৃষক যদি বীজ বপন করে চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করে, তাহলে সে কীভাবে ফসলের আশা রাখতে পারে? আর এটি আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত যে, যদি সে বীজ বপন করে কেবলমাত্র দোয়া করে এবংতাতেযদি পানি না দেয়, নিড়ানি না দেয়, তার পরিচর্যা না করে, তাহলে মানুষ বঞ্চিত থাকবে। উদাহরণস্বরুপ, দুই জন কৃষকের একজন খুব পরিশ্রম ও হালচাষ করে, নিড়ানি দেয়,পরিশ্রম করে, সে অবশ্যই সফল হবে। দ্বিতীয় কৃষক পরিশ্রম করে না বা কম করে, তার ফলন সর্বদা নিম্নমানের হবে, যা থেকে সে হয়ত সরকারের করও আদায় করতে পারবে না। অর্থাৎ, তা নিতান্ত স্বল্প হবে এবং সে সর্বদা দরিদ্র থেকে যাবে। ধর্মীয় কাজও অনুরূপ। এদেরই মাঝে মুনাফেক, এদেরই মাঝে অপদার্থ, এদেরই মাঝে পুণ্যকর্মশীল, এদেরই মাঝে ওলিআল্লাহ্, কুতুব এবং গউস সৃষ্টি হয়ে থাকে। এরা সবাই একই রকম মানুষ, কিন্তু তাদেরই মাঝে মুনাফেকও জন্ম নেয়, আবার অকর্মণ্যরাও রয়েছে যারা কোন কাজ করে না, কিন্তু তাদেরইমাঝে পুণ্যবান মানুষও রয়েছে যারা ওলিআল্লাহ্র মর্যাদায় উপনীত হয়, কুতুব হয়ে যায়, গউস হয়ে যায় আর খোদা তা'লার নৈকট্যেরমর্যাদা লাভ করে। আর কতক এমনও আছে যারা চল্লিশ বছর পর্যন্ত নামায আদায় করে কিন্তু এখনও তাদের মাঝে প্রাথমিক অবস্থা-ই বিদ্যমান, কোন উন্নতি নেই আর কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না।ত্রিশটি রোযা রাখার পরও কোন উপকার লাভ করে না। রমজান মাসের ত্রিশটি রোযা রেখেও কোন লাভ হয় না, রমজানের পর পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়।

অনেকেই বলে যে, আমরা বড়ই মুত্তাকী আর দীর্ঘ দিন যাবৎ নামায আদায় করছি, কিন্তু আল্লাহ্র সাহায্য আমাদের লাভ হচ্ছে না। মুত্তাকী হওয়ার দাবি করে আর অনেক নামায আদায় করারও দাবি করে কিন্তু একই সাথে বলে যে, আল্লাহ্র সাহায্য আমাদের লাভ হচ্ছে না। এর কারণ হলো, তারা প্রথাগত ও অনুকরণের ইবাদত করে, শুধুমাত্র বাহ্যিক ইবাদত হয়, উন্নতির প্রতি কোন দৃষ্টি নেই। পাপের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখে না, অর্থাৎ তার মাঝে কোন্ কোন্ পাপ রয়েছে তা অন্বেষণের চেষ্টাই করে না। প্রকৃত তওবার কোন আগ্রহ নেই। পাপের প্রতি যদি দৃষ্টি থাকে, অর্থাৎ মানুষ যদি সন্ধান করে যে,কোন্ কোন্ পাপ রয়েছে, তবেই প্রকৃত তওবাও লাভ হবে এবং সে যাচনা করবে। অতএব এরা প্রথম ধাপেই রয়ে যায়। এ ধরনের মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, অর্থাৎ এটি পশু সুলভ অবস্থা। মানুষ এবং পশুর মাঝে কোন পার্থক্য থাকে না। এমন নামাযখোদার পক্ষ থেকে ধ্বংস ডেকে আনে। তা গৃহীত হয় না, বরং তাদে মুখের ওপর ছুড়ে মারা হয়। নামায তো সেটি, যা নিজেরসাথে উন্নতি নিয়ে আসে। যেভাবে এক রুগী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় দশদিন একটি ঔষধ সেবন করার পর যদি সেটি দ্বারা দিন দিন তার ক্ষতি হয়, অর্থাৎ এতদিন পরও যদি তাতে কোন উপকার না হয় তাহলে রোগীর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, নিশ্চয় এ ব্যবস্থাপত্র আমার রোগ অনুযায়ী নয় আর তা পরিবর্তন করা উচিত। অতএব প্রথাগত ইবাদত করা উচিত নয়।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২২৫-২২৬)

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

এটি পরিবর্তন করতে হবে আর চিন্তা করতে হবে যে, এর কী কারণ, কেন আল্লাহ্ তা'লার এই দাবি সত্ত্বেও যে, আমি নিজে দোয়া গ্রহণ করে থাকি, আমার দোয়া গৃহীত হচ্ছে না? সুতরাং ইবাদত সেটি-ই যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভ হয়।

পুনরায় নামাযের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

নামায প্রকৃতপক্ষে দোয়া; নামাযের এক একটি শব্দ যা বলা হয়, এর উদ্দেশ্য দোয়া-ই হয়ে থাকে। যদি নামাযে মন না বসে তবে শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়ে যাওয়া উচিত; কেননা যে ব্যক্তি দোয়া করে না, সে স্বয়ং ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আর কি-ই বা করে? এক শাসক বারবার এই কথা ঘোষণা করে বলে যে,আমি দুঃখীদের দুঃখ দূর করি। সরকার বা শাসক ঘোষণা করে যে, আমি গরীব-দুঃখীদের দুঃখ-কষ্ট দূর করি, বিপদগ্রস্তদের সমস্যার সমাধান করি, আমি অনেক দয়া-দাক্ষিণ্য করি, নিরুপায়দের সাহায্য করি। কিন্তু এক ব্যক্তি, যে কিনাসমস্যাকবলিত,তার (অর্থাৎ সেই ঘোষণাকারীর) পাশ দিয়েযায় এবং তার ঘোষণার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না! সে (অর্থাৎ ঘোষণাকারী) আহ্বান করছে, অথচ এক বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার পাশ দিয়ে চলে যায় আর কোন পরোয়া করে না, আর নিজের সমস্যার কথা বলে তার কাছে সাহায্যও চায় না– এমতাবস্থায় সে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কী-ইবা হবে? একই অবস্থা খোদা তা'লারও, তিনি মানুষকে সবসময় আরাম দেয়ার জন্য প্রস্তুত, শর্ত হলো মানুষের তাঁর কাছে আবেদন করা। দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকা এবং খুব জোর দিয়ে দোয়া করা; কেননা পাথর যখন সজোরে অন্য পাথরের উপর পড়ে, তখনই স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয়।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৭০)

অতএব আমরা যখন নিজেদের মাঝে এই অবস্থা সৃষ্টি করব, অর্থাৎ আমাদের নামাযও এবং আমাদের কর্মও খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যদি হয়, তখন খোদা তা'লাও আমাদের ভয়-ভীতিকে সর্বদা নিরাপত্তায় পরিবর্তন করতে থাকবেন। একথা সবসময় স্মরণ রাখবেন যে, এখানে এসে আমরা যা কিছু পেয়েছি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই লাভ করেছিআর এতে বৃদ্ধিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই হবে। তাই আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের প্রতি মনোযোগ এবং তাঁর বান্দাদের অধিকার আদায়ের জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা তাঁর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আবশ্যক। আপনারা আত্মবিশ্লেষণ করতে পারেন যে, আমরা নামায প্রতিষ্ঠার জন্য কতটুকু চেষ্টা করছি? প্রত্যেকের আল্লাহ্ তা'লার সাথে কতটুকু সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা এর জন্যকতটুকু চেষ্টা করছি? পার্থিব কাজ-কর্ম আমাদের নামাযের ক্ষেত্রে কতটা প্রতিবন্ধক?মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখা প্রয়োজন যে, কুফর এবং ঈমানের মধ্যে যে বিষয়টি পার্থক্য করে তা হচ্ছে নামায পরিত্যাগ করা।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

কুফর এবং ঈমানের মধ্যে কোন বিষয়টি পার্থক্য সৃষ্টি করবে? এ বিষয়টিই যে, সে নামায ছেড়ে দিয়েছে। সুতরাং এই উক্তি পড়ে আমাদের কেঁপে উঠা উচিত যে, মুমিন তারাই যারা নামাযে নিয়মিত, নতুবা তার এবং একজন অস্বীকারকারীর মাঝে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ্ তা'লা শুধু এটিই বলেননি যে, নামায পড়, বরং তিনি বাজামা'ত নামায পড়তে বলেছেন এবং নামাযের শর্ত পূরণ ক রে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ এবং কোন কোন স্থানে সাতাশ গুণপুণ্য লাভের কথাও বর্ণিত হয়েছে।

(সহী বুখারী কিতাবুল আযান, হাদীস- ৬৪৫-৬৪৬)

তাসত্ত্বেও কোন বৈধ কারণ ছাড়া আমরা যদি এদিকে মনোযোগ না দেই তাহলে আমাদের কতটা দুর্ভাগ্য! সুতরাং আমরা যদি মসজিদ নির্মাণ করে থাকি তাহলে মসজিদের অধিকার রক্ষা করাও আমাদের জন্য আবশ্যক। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করাও আবশ্যক। নিজেদের আর্থিক কুরবানীর প্রতি মনোযোগ দেয়া জরুরী। নিজে পুণ্যকর্ম করা এবং নিজেদের চরিত্রকে উন্নত করা এবং অন্যদের পুণ্যকর্ম করতে উপদেশ প্রদান করা প্রয়োজন। এখানকার পরিবেশের মন্দ দিকসমূহ থেকে নিজেরা দূরে থাকা এবং অন্যদের দূরে রাখা প্রয়োজন, নতুবা আমাদের বয়আতের অঙ্গীকারও

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

শুধুমাত্র মৌখিক বয়াতের অঙ্গীকার বলে পরিগণিত হবে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই কথাকে সর্বদা আমাদের দৃষ্টিপটে রাখতে হবে, তিনি (আ.) বলেন-

অতএব তোমরা এমন হয়ে যাও যেন খোদা তা'লার ইচ্ছা তোমাদের ইচ্ছা হয়ে যায়; তাঁর সন্তুষ্টির মাঝেই যেন তোমাদের সন্তুষ্টি নিহিত থাকে। আর নিজের বলতে কিছুই যেন না থাকে, সর্বস্ব যেন তাঁর হয়ে যায়। পরিশুদ্ধতা বা আত্মশুদ্ধির অর্থই হলো খোদা তা'লার প্রতি ব্যবহারিক ও বিশ্বাসগত বিরোধিতা মন থেকে মুছে ফেলা। খোদা তা'লা কাউকে সাহায্য করেন না যতক্ষণ না তিনি স্বয়ং দেখতে পান যে, তার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা আর তার সন্তুষ্টি আমার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন নয়।

তিনি বলেন, আমি জামা'তের সংখ্যাধিক্যে কখনো আনন্দিত হই না। (যখন তিনি একথা বলেছেন তখন আহমদীদের সংখ্যা ৪ লক্ষ বলে বর্ণনা করা হতো) এখন যদি জামা'তের সদস্য সংখ্যা ৪ লক্ষ বা ততোধিকও হয় তথাপি প্রকৃত জামা'তের অর্থ কেবল এটি নয় যে, কেবল হাতে হাত রেখে বয়আত করে নিলাম, বরং একটি জামা'ত তখনই প্রকৃত জামা'ত বলে আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য হতে পারে যদি (জামা'তের সদস্যরা) বয়আতের বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সত্যিকার অর্থেই তাদের মাঝে যদি এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং তাদের জীবন পাপাচারের কলুষ থেকেএকেবারে পবিত্র হয়ে যায়। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও শয়তানের থাবা থেকে বেরিয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির মাঝে বিলীন হয়ে যায়। হাক্কুল্লাহ্(আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য) ও হাক্কুল ইবাদকে (বান্দাদের প্রাপ্য) উদারচিত্তে ও পরিপূর্ণরূপে আদায় করে। ধর্মের স্বার্থে এবং ধ র্মের প্রচার-প্রসারের জন্য তাদের মাঝে যদি এক প্রকার ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়। নিজ কামনা-বাসনা, সংকল্প এবং অকাঙ্ক্ষা সমূহকে বিলীন করে দিয়ে তারা খোদা তা'লার হয়ে যায়। খোদা তা'লা বলেন, যাকে আমি হেদায়েত দান করি সে ব্যতীত তোমরা সবাই বিপথগামী। যাকে আমি জ্যোতি দান করি সে ব্যতীত তোমরা সবাই অন্ধ। যাকে আমি আধ্যাত্মিক জীবনের সুধা পান করাই সে ব্যতীত তোমরা সবাই মৃত। খোদা তা'লার সাত্তারী (অর্থাৎ মন্দ বিষয়াদি পর্দাবৃত রাখার) বৈশিষ্ট্য মানুষকে ঢেকে রাখে নতুবা মানুষের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও প্রচ্ছন্ন বিষয়াদি যদি জগতের সম্মুখে আনা হয় তাহলে সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে যে কেউ কেউ অন্যদের কাছে ঘেষাই পছন্দ করবে না। এটি আল্লাহ্ তা'লার সাত্তারী বৈশিষ্ট্য, যা আমাদের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রেখেছে। যদি দুর্বলতা বা ত্রুটি প্রকাশিত হয়ে যায় এবং পরস্পরের কাছে উন্মুক্ত হয়ে যায়, তাহলে হয়ত কেউ কেউ অন্যদের কাছেও ঘেষবে না। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বড়ই সাত্তার। মানুষের দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেন না। অতএব মানুষের উচিত সর্বদা পুণ্য কর্ম করার চেষ্টা করা আর সর্বদা দোয়ায়রত থাকা। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আমাদের জামা'তের সদস্য আর অন্যদের মাঝে যদি কোন পার্থক্যসূচকবৈশিষ্ট্য না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কারো আত্মীয় নন। অর্থাৎ আমরা আহমদী হলাম, বয়আত করলাম,কিন্তু আমাদের ও অন্যদের মাঝে যদি কোন পার্থক্য না থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা কারো আত্মীয় নন। কেন তিনি এদেরকে সম্মান দিবেন আর সবদিক থেকে নিরাপত্তাবিধান করবেন? অর্থাৎ যদি পার্থক্যই না থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার সাথে কারো আত্মীয়তা নেই যে, তিনি অবশ্যই আমাদের সম্মান দান করবেন আর তাদের (অর্থাৎ আমাদের বিরোধীদের) লাঞ্ছিত করবেন এবং তাদেরকে শাস্তিতে নিপতিত করবেন। তিনি বলেন, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ (সূরা মায়েদা: ২৮)। অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই মুত্তাকী যে আল্লাহ্তা'লার ভয়ে ভীত হয়ে এমনসব বিষয়কে পরিত্যাগ করে যা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছার বিরোধী। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে এবং পার্থিব জগৎ ও এর মাঝে যা কিছু আছে সেগুলোকে আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতেতুচ্ছ জ্ঞান করুন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার সময় ঈমানের পরিপক্কতা জানা যায়। কেউ কেউ এমন আছে যারা এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়, এসব কথা নিজ অন্তরে প্রবেশ করায় না। যতই নসীহত কর, তাদেরওপর এর কোন প্রভাবই পড়েনা। স্বরণ রেখ, আল্লাহ্ তা'লা বড়ই অমুখাপেক্ষি। যতক্ষণ অধিক হারে এবং আকুতি মিনতি ও বিগলনের সাথে বার বার দোয়া করা না হয়, তিনি কোন পরোয়া করেন না। লক্ষ্য কর, কারো স্ত্রী বা সন্তান অসুস্থ হলেঅথবা কেউ প্রচণ্ড কষ্ট পেলে এগুলোর কারণে সে কতটা বিচলিত হয়!অতএব দোয়াতেও যতক্ষণ সত্যিকার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ তা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থ ক কাজ।দোয়া গৃহীত হবার জন্য বিগলন হলো শর্ত। যেমনটি বলা হয়েছে- أَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ- (সূরা নমল: ৬৩)।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৬-১৩৭)

অর্থাৎ কে নিরুপায় ব্যক্তির দোয়া শ্রবণ করে যখন সে খোদার কাছে দোয়া করে এবং তার কষ্ট দূর করে? এরপর তিনি বলেন, নিজের সংশোধন যখন কর তখন নিজ পরিবার পরিজনকেও সংশোধনের গণ্ডিভুক্ত কর। স্ত্রীসন্তানদের সংশোধন করাও তোমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন, খোদা তা'লার সাহায্য তারাই লাভ করে যারা পুণ্যকাজে সর্বদা সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকে। তারা এক স্থানে থেমে যায় না।তাদেরই পরিণাম শুভ হয়ে থাকে। আমি এমন কতিপয় ব্যক্তিকে দেখেছি যাদের মাঝে (পুণ্যের) খুব আগ্রহ, উদ্দীপনা ও গভীর বিগলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হয়ে তারা একেবারে থেমে যায় আর তাদের পরিণাম শুভ হয়না। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এ দোয়া শিখিয়েছেন- أَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ

(সূরা আহকাফ: ১৬)

অর্থাৎ আমার স্ত্রী সন্তানদেরও সংশোধন কর। নিজ অবস্থার পবিত্র পরিবর্তন এবং দোয়ার পাশাপাশি নিজ সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর জন্যও দোয়া করা প্রয়োজন। কেননা সন্তান ও স্ত্রীর কারণেই মানুষ অধিকাংশ ফিতনায় (অর্থাৎ পরীক্ষায়)নিপতিত হয়। লক্ষ্য করে দেখ, হযরত আদম (আ.)ও স্ত্রীর কারণেই প্রথম পরীক্ষায় পড়েছিলেন। হযরত মুসার বিপরীতে বালআমের ঈমান যে ধ্বংস করা হয়েছে, আসলে তার কারণও তওরাত থেকে এটি-ই জানা যায় যে, বালআমের স্ত্রীকে ঐ বাদশাহ কিছু অলংকারাদি দেখিয়ে প্রলুব্ধ করেছিল আর এরপর বালআমের স্ত্রী তাকে হযরত মূসার প্রতি বদদোয়া করতে প্ররোচিত করেছিল। মোটকথা, এ কারণেও অধিকাংশ মানুষের উপর বিপদাপদ ও কাঠিন্য এসে থাকে। তাইতাদের (অর্থাৎ স্ত্রীসন্তানের) সংশোধনের প্রতিও পূর্ণ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন এবং তাদের জন্যও দোয়া করতে থাকা উচিত। ”

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৩৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন- আমরা যেন নিজেদের অবস্থায় পবিত্র পরিবর্তন সাধন করতে পারি, নিজেদের নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করে উচ্চ মানে নিয়ে যেতে পারি, নিজেদের সম্পদকেও পবিত্র করতে পারি, নিজেদের চরিত্রকে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত করতে পারি, পুণ্যকর্ম সম্পাদনকারী ও এর বিস্তারকারী হতে পারি, মন্দকে প্রতিহতকারী এবং মন্দকর্ম থেকে নিজ প্রজন্ম এবং পরিবেশকেও রক্ষাকারী হতে পারি, মসজিদ নির্মাণের পাশাপাশি ইসলামের সঠিক বাণী এই দেশের নাগরিকদের কাছে পৌঁছাতে পারি এবং তাদেরকে এক-অদ্বিতীয় খোদার উপাসকে রূপান্তরকারী হতে পারি। আর এটি তখনই সম্ভব হতে পারে যখন আমরা নিজেদের মাঝেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সেই তৌফিক দান করুন। এখন এই মসজিদেরও কিছু তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরছি। এই জায়গার নাম আমরা মেহদিয়াবাদ রেখেছি। এই গ্রামের নাম হলো নাহে। এই মসজিদটি এখন যেখানে নির্মিত হয়েছে সেখানকার স্থানীয় জামা'তটি ছোট। এই স্থানটি কৃষিভূমি ছিল যা ১৯৮৯ সনে ক্রয় করা হয়েছে। এই ভূমির কিছু অংশ জামা'ত চাষাবাদের জন্য বর্গা দিয়েছে। এই জায়গাটি যখন ক্রয় করা হয়েছিল তখন একটি ফার্ম হাউসও ছিল এবং একটি ভবনও ছিল যা মিশন হাউস হিসেবে ব্যবহারের অনুমতিও লাভ হয়। এরপর বড় যে হল রুমটি ছিল সেটিকে মসজিদ বানানোর অনুমতিও লাভ হয়। ওয়াকারে আমলের মাধ্যমে এই সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এটি দুই তলা ভবন আর

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

এতে একটি মুরব্বী কোয়ার্টারও আছে। অর্থাৎ পূর্বেই যা বানানো ছিল (তার কথা হচ্ছে)। অতঃপর ২০১০ সনে স্থানীয় পরিষদ এখানকার চাষাবাদের জমির একটি অংশকে আবাসিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা করে আর এভাবে এখানে বারোটি প্লটও নির্মাণ করা হয় এবং মসজিদ নির্মাণেরও অনুমতি পাওয়া যায়। আর বারোটি প্লটের মধ্যে দু'টিকে জামা'ত নিজের জন্য রেখেছে এবং বাকিগুলো মানুষের কাছে বিক্রি করে দেয়। এতে যে অর্থ অর্জিত হয় বা ইতিপূর্বে কাউন্সিল যে জায়গা ফেরৎ নিয়েছিল তা থেকে যে অর্থ অর্জিত হয়, এতে প্রায় বরং তার চেয়ে বেশি অর্থ হবে, যা দিয়ে এই জমি ক্রয় করা হয়েছিল। যাহোক, ছয়-সাত বছর পূর্বে, বরং আট বছর পূর্বে আমি এর ভিত্তি স্থাপন করেছিলাম আর এই মসজিদও এখন পরিপূর্ণ হচ্ছে।মসজিদটি দ্বিতল বিশিষ্ট। এর ছাদঢাকা অংশ প্রায় ৩৮৫ বর্গমিটার। এতে ২১০ জন নামাযীর সংকুলান হবে। মসজিদের ওপরের অংশ পুরুষদের জন্য এবং নিচের অংশ মহিলাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ওযু এবং গোসলখানার সুব্যবস্থা রয়েছে। প্রায় পাঁচ লাখ ষাট হাজার ইউরোতে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়, যার মাঝে দুই লাখ ইউরোর কিছুটা বেশি এখানকার স্থানীয় আহমদীরা চাঁদার মাধ্যমে প্রদান করে আর বাকি অর্থ শত মসজিদ প্রকল্প থেকে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা এই সমস্ত কুরবানীকারীদের সম্পদ এবং আয়ুতে কল্যাণ দান করুন আর এই মসজিদ নির্মাণের পর তারা যেন পূর্বের চেয়ে অধিক হারে ইবাদতের অধিকার প্রদানকারী হয়। (আমীন) **********

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদেররক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন।

অশেষ কল্যাণের সমাহার এই জলসায় প্রত্যেক এমন ব্যক্তির যেন অবশ্যই আসে যারা পাথেয় বহন করার ক্ষমতা রাখে। তারা যেন প্রয়োজন মত শীতের লেপ-কাঁথা সঙ্গে আনে আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের পথে তুচ্ছ তুচ্ছ বাধাকে গ্রাহ্য না করে। খোদা তা'লা নিষ্ঠাবানদের প্রতি পদে সওয়াব দান করেন। তাঁর পথে কোনও পরিশ্রম ও কাঠিন্য বিফলে যায় না। আর পুনরায় একথা লেখা হচ্ছে যে, এই জলসাকে সাধারণ মেলার মত মনে করো না। এর ভিত্তি সত্যের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামকে অপরাপর ধর্মের উপর বিজয়ের মধ্যে নিহিত রাখা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার মূলভিত্তি প্রস্তর স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা নিজ হাতে রেখেছেন। আর এজন্য তিনি জাতিসমূহকে প্রস্তুত করে রেখেছেন, যারা অচিরেই এতে এসে মিলিত হবে। কেননা, এটা সেই সর্বশক্তিমান সত্তার কর্ম যাঁর কথাকে কেউ টলাতে পারে না।"

যে সব ব্যক্তি এ ঐশী জলসার জন্য সফর করেছেন, খোদা তা'লা তাদের সাথী হোন,তাদের মহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। তাদের উপর করুণা বর্ষণ করুন। তাদের কষ্ট ও দুর্ভাবনার অবস্থা তাদের জন্য সহজসাধ্য করে দিন। প্রত্যেক কষ্ট থেকে তাদের রক্ষা করুন। তাদের আশা-আকাঙ্খার দুয়ারসমূহ খুলে দিন। আর পরকারে তাঁর সেই সব বান্দাদের সাথে তাদের উত্থিত করুন যাদের উপর তাঁর অনুগ্রহরাজি ও করুণা ধারা বর্ষিত হয়েছে। আর তাদের শেষ যাত্রার পরে তাদের স্থলাভিষিক্ত যেন বিদ্যমান থাকে।

হে খোদা, হে মর্যাদাবান খোদা, হে দাতা ও পরম দয়াময় খোদা, হে দুঃখ নিরসনকারী খোদা! এসব দোয়া কবুল কর। আর আমাদের বিরুদ্ধবাদীদের ওপর আমাদেরকে উজ্জ্বল নিদর্শনের সাথে বিজয় দান কর। কেননা, সর্বশক্তি ও সামর্থ্যের অধিকারী তুমিই। আমীন, সুম্মা আমীন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৪২)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

নিকাহর ঘোষণা

যোহর ও আসরের নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) মোট ১৬টি নিকাহর ঘোষণা করেন।

(১) হিবাতুল ওহীদ- পিতা মাননীয় মহম্মদ আহমদ সাহেব (পাকিস্তান)-এবং আদনান আহমদ মুরুব্বী সিলসিলা, ইসলামবাদ-পিতা নাসের আহমদ সাহেবের সঙ্গে সম্পন্ন হয়।

(২) রাগিবা যাহুর চৌধুরী, পিতা চৌধুরী যাহুরুল হক সাহেব (ফ্রান্স)-এবং চৌধুরী উসমা আহমদ মুরুব্বী সিলসিলা ফ্রান্স, পিতা- চৌধুরী মাকসুদুর রহমান সাহেব।

(৩) নাজিয়া নিগার,পিতা-মুবাশ্বের আহমদ সাহেব শহীদ (জার্মানী) এবং তিলমিয আহমদ বাট, পিতা- রাফিক আহমদ বাট (জার্মানী)

(৪) হিনা আহমদ বাট, পিতা- মুবাশ্বের আহমদ (জার্মানী) এবং নাজিব আহমদ শাহিদ, পিতা- মুবারক আহমদ শাহিদ (জার্মানী)।

(৫) ফারিহা মাহমুদ, পিতা- মিঞা তারিক মাহমুদ (ইতালি) এবং দানিশ মাহমুদ, পিতা- শাহিদ মাহমুদ (জার্মানী)।

(৬) উযমা আফযল, পিতা- আফযল মহম্মদ (ইতালি) এবং সাজ্জাদ ওহীদ সাহেব, পিতা-আশরফ মহম্মদ (জার্মানী)

(৭) নাদিয়া রুবাব, পিতা- মাকবুল আহমদ (রাবোয়া) এবং আশআর আহমদ, পিতা- মহম্মদ সেলিম (রাওলপিন্ডি, পাকিস্তান)

(৮) ইকরা খলীল, পিতা- খলীল আহমদ (রাবোয়া) এবং মহম্মদ ইসমাঈল খালেদ, পিতা- মহম্মদ ইকবাল (সিন্ধ, পাকিস্তান)।

(৯) তাহমিনা সাদাফ মির্যা, পিতা- নাসীর আহমদ মির্যা (কানাডা) এবং শাহযাদ বশীর আহমদ, পিতা-শাহবায আহমদ (যুক্তরাজ্য)

(১০) গাযালা খালিদ (ওয়াকফা নও) , পিতা-নাদীম আহমদ (জার্মানী) এবং শাহযাদ আহমদ আরিফ, পিতা- তারিক করীম (জার্মানী)।

(১১) নাজমুস সেহের শরীফ, পিতা- শরীফ আহমদ (সুইজারল্যান্ড) এবং ওফা মুহাম্মদ,মুরুব্বীসিলসিলা (সুইজারল্যান্ড)।

(১২) সায়েরা খলীল, পিতা-খলীল আহমদ (জার্মানী) এবং বাসিল আসলাম, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া, পিতা- মহম্মদ আসলাম।

(১৩) আসেফা ওয়াসীম জাভেদ, পিতা-ওয়াসীম আহমদ (জার্মানী) এবং আনিস আহমদ, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী, পিতা- মুহাম্মদ জাভেদ।

(১৪) ফারিহা খালিদ, পিতা-ফরিদ আহমদ খালিদ (জার্মানী) এবং নুরুদ্দীন আশরফ, ছাত্র জামেয়া আহমদীয়া জার্মানী, পিতা- মহম্মদ আশরফ যিয়া, মুরুব্বী সিলসিলা।

(১৫) শুমাইলা এজায (ওয়াকফা নও), পিতা-এজায আহমদ (জার্মানী) এবং মহম্মদ আদনান (ওয়াকফে নও), পিতা- মহম্মদ আশরফ তারোড় (জার্মানী)।

(১৬) সালমা নাসের, পিতা- নাসের আহমদ (জার্মানী) এবং নবীদ আহমদ, পিতা- শোয়েব আহমদ (জার্মানী)।

কুরআন করীম নিয়মিত তিলাওয়াত করুন

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মু'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমরা আহমদী মুসলমানরা সব থেকে সৌভাগ্যবান মানুষ। কেননা যুগের ইমাম হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে মান্য করার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে।.....এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর আশিসময় এবং পরিপূর্ণ শরিয়তের মাধ্যমে আমাদের পথ-প্রদর্শন করে থাকেন যা তিনি মহানবী (সা.)-এর উপর কুরআন করীম রূপে অবতীর্ণ করেছেন।..... অতএব কুরআন করীম অধ্যয়ন করা আমাদের সকলের জন্য আবশ্যক। কেননা, কুরআন আমাদেরকে সফলতা এবং মুক্তির দিকে পথ-প্রদর্শন করে। এটি সেই আ্যধাত্মিক জ্যোতিঃ যা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়া শেখায়। এটিই আমাদের শিক্ষক এবং জীবন-বিধি।..... অতএব নিয়মিত তিলাওয়াত করার বিষয়টি আমাদেরকে সুনিশ্চিত করতে হবে এবং এও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা যেন এর নিগূঢ় তত্ত্বকে শেখার চেষ্টা করি এবং এর যাবতীয় শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করি। আজ যদি আমাদের মন-মস্তিষ্ক পুতঃ পবিত্র হতে পারে এবং আমাদের মধ্যে পবিত্র পরিবর্তন সাধন সম্ভব হতে পারে, তবে তা কেবল আল্লাহ্ তা'লার বাণী পাঠ করে তা অনুধাবন করার মাধ্যমেই সম্ভব হতে পারে। "

(যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইজতেমা উপলক্ষ্যে সমাপনী ভাষণ, ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০১৬)

২ পাতার পর .....

লিখিতভাবে এর থেকে অব্যহতি নিক। এ বিষয়ে মুরুব্বিদের কাছ থেকেও সহায়তা নিন। অনেক মুবাল্লিগীন আমাকে জানিয়েছেন যে, তারা যখন লোকের কাছে বা কোনও কোনও পদাধিকারীদের কাছে চাঁদা বিষয়ে আহ্বান করতে যান, তখন তারা এই উত্তর পান যে, আর্থিক বিষয়াদিতে হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার আপনাদের নেই। যদিও তা আর্থিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ নয়। তারা তো কেবল চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে সহায়তা করছিলেন মাত্র।

সেক্রেটারী মাল বলেন, আমরা কিছু বুযুর্গকে কয়েকটি জামাতের দায়িত্ব দিয়েছি, যেখানে তারা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং চাঁদার বিষয়ে কাজ করবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কিন্তু এ বিষয়টি সুনিশ্চিত করবেন, যাদেরকে জামাতে জামাতে পাঠাবেন তাদের নিজের চাঁদা যেন আয় অনুসারে হয়।

এরপর হুযুর আনোয়ার ন্যাশনাল তালিমুল কুরআন সেক্রেটারী সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, আমি আমেরিকা থেকে অনেক মহিলার চিঠি পেয়ে থাকি, যারা বলেন, 'যখন থেকে পয়সা দিয়ে নিজেদের ছেলেদের ক্লাস বন্ধ করিয়েছি, ততদিন থেকে আমরা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি।' কিন্তু এখন তো রাবোয়ায় নাযারত তালিমের পক্ষ থেকে এই সব ক্লাসের আয়োজন আরম্ভ করা হয়েছে। তাদের ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটেছে। ছাত্রদের সংখ্যা এখন ২ হাজার।

সেক্রেটারী তালিমুল কুরআন বলেন, রাবোয়ার ক্লাসেও ১০৭ জন ছাত্র নথিভুক্ত হয়েছে। আমরাও এখানে অনলাইন ক্লাস আরম্ভ করেছি, যার মাধ্যমে ১২৪০জন ছাত্র শিক্ষা লাভ করছে। পাঠদানের জন্য ১৪৬জন শিক্ষিকা এবং ১১ জন শিক্ষক নিযুক্ত রয়েছেন। এই শিক্ষকমণ্ডলীর প্রত্যেকেই রাবোয়া অনুমোদিত।

এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রশ্নের উত্তরে তাহরীকে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী বলেন, আমরা গত বছর তাহরীকে জাদীদের অংশগ্রহণকারী এবং বাজেট-উভয় ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছি। গত বছর তাহরীকে জাদীদে অংশগ্রহণকারী ছিলেন ১৩ হাজারের বেশি। আর এবছর এই সংখ্যা ছিল ১৪৪০০জন। আমাদের চাঁদা আদায় ছিল ২২ লক্ষ কুড়ি হাজার ডলার।

হুযুর আনোয়ার বলেন, পাকিস্তানের লাজনা ইমাউল্লাহ রাবোয়া প্রায় দুই লক্ষ ডলার চাঁদা দিয়েছে।

হুযুরের জিজ্ঞাসার উত্তরে ওয়াকফে জাদীদের ন্যাশনাল সেক্রেটারী বলেন, ওয়াকফে জাদীদে অংশগ্রহণকারীদের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৩ হাজার। কিন্তু এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১২ হাজার ৭৪ জন। টার্গেট থেকে সামান্য পিছিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এবছর আমরা নিশ্চয় ১৩ হাজারের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারব। ইনশাআল্লাহ্

এরপর হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে এডিশিন্যাল তরবীয়ত সেক্রেটারী নওমোবাইন বলেন, গত তিন বছরে নওমোবাইনদের সংখ্যা হল ৩৮৫জন। যুক্তরাজ্যে নওমোবাইনদের তরবীয়ত সেক্রেটারীর পক্ষ থেকে প্রকাশিত পাঠক্রম আমরা পড়াচ্ছি। এর মধ্যে নামাযও শেখানো হচ্ছে।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে একজন আমেলা সদস্য বলেন, গত তিন বছরে নওমোবাইনদের সংখ্যা ৩৮৫জন। কিন্তু ২১০জনকে এ.আই.এম.এস কার্ড দেওয়া হয়েছে।

হুযুর বলেন, এর অর্থ এই যে ২১০ জন নওমোবাইন মূলধারার অংশে পরিণত হয়েছে।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে এডিশিন্যাল তরবীয়ত সেক্রেটারী নওমোবাইন বলেন, নওমোবাইন বিভিন্ন জাতি থেকে এসেছে। আফ্রিকান ও আফ্রো-আমেরিকান সদস্যের সংখ্যা ৮৩ জন। আমেরিকানদের সংখ্যা ২জন। Caucasian - ৫৫জন, এশিয়ান ৩২ জন স্পেনিশ ৪৮ জন এবং বাংলাদেশী ১১ জন। এছাড়াও রয়েছেন ৪জন ক্যারিবিয়ান এবং প্যাসিফিক আইল্যান্ড থেকে ১০ জন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ৪জন এবং পাকিস্তান থেকে ৬৭ জন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রত্যেক নওমোবাইন যেন সূরা ফাতিহা এবং এর অনুবাদ জানে তা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ওয়াকফে নও-এর ন্যাশনাল সেক্রেটারী বলেন, ওয়াকফে নওদের মোট সংখ্যা ১৩৮৫জন, যাদের মধ্যে ৭৭৪জন ছেলে এবং ৬১১ জন মেয়ে। ১৫-থেকে ১৮ বছরের ৪৩২ জন আর ১৮ উর্দ্ধ ওয়াকফীনে নওদের সংখ্যা ৩৪৫জন।

তিনি বলেন, ৩২৭ জন নিজেদের ওয়াকফ-এর নবায়ন করেছে। এদের মধ্যে ৪জন ওয়াকফে নও জামাতের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করছেন এবং ৭জন মুবাল্লিগ হিসেবে খিদমত করছেন।

সেক্রেটারী যারাআত (কৃষি ও উদ্যান) -এর কাছে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে, 'যারাআত' বিভাগের সঙ্গে আপনার আদৌ কি কোনও যোগ রয়েছে?

সেক্রেটারী সাহেব বলেন, কলোম্বাস জামাতে তিন বছর 'যারাআত' সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করেছি। এছাড়া কৃষি ও উদ্যানের পেশার সঙ্গে আমার বিশেষ কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করেছি, যেগুলির বাস্তবায়ন সম্ভব।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার মাথায় যদি পরিকল্পনা থাকে তবে আমাকে লিখে পাঠাবেন। পরিকল্পনাটি সহজ-সরল হওয়া চাই।

এরপর হুযুর আনোয়ারের অনুমতিক্রমে মুহাসিব বিভাগ তাদের রিপোর্ট পেশ করে। মুহাসিব (হিসাবরক্ষক) বলেন, সমস্ত স্টেটমেন্টস তৈরী করে সেক্রেটারী মাল-এর হাতে তুলে দিই।

এরপর হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে 'আমীন' বলেন, আমি ব্যাংকের সাথে হওয়া লেনদেনের দিকটি দেখি। খরচের রিপোর্ট অনুসারেই অর্থ নেওয়া হচ্ছে কি না সেটি লক্ষ্য রাখি।

এরপর ইন্টারনাল অডিটর বলেন, তিনি প্রতি তিন মাসে একবার করে অডিট করেন। এতে খরচের হিসেব এবং রসিদ নিরীক্ষণ করে দেখি।

হুযুর আনোয়ার জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি কোনও বিভাগ তাদের প্রস্তাবিত বাজেটের থেকে বেশি খরচ করে ফেলে, সেক্ষেত্রে কি করেন?

ইন্টারন্যাল অডিটর বলেন, আমি পরিস্থিতি অনুসারে বিবেচনা করে দেখি যে সত্যিই অতিরিক্ত খরচ করা যথোপযুক্ত ছিল কি না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি অতিরিক্ত খরচের অনুমতি দিতে পারেন না। যদি কোনও বিভাগ নির্ধারিত সীমার থেকে অধিক খরচ করে, তবে আমীর সাহেবকে এ বিষয়ে অবগত করা উচিত, যাতে তিনি বিষয়টিকে আমেলা সদস্যদের সামনে রাখতে পারেন। এরপর আমেলা কমিটি এর সুপারিশ করে মরকযে পাঠাবে আর মরকয থেকে চূড়ান্ত নির্দেশ আসার পর যেন এই খরচ করার সিদ্ধান্ত কার্যকর হয়। ইন্টারনাল অডিটর হিসেবে আপনাকে খরচাবলীর হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তদন্ত করতে হবে। যদি দেখেন কোনও জিনিস নির্ধারিত বাজেটের থেকে বেশি দামে কেনা হয়েছে বা কোনও বিভাগ নির্ধারিত বাজেটের থেকে বেশি খরচ করছে, তবে তাকে নিরস্ত করুন। কোনও বিভাগকে তাদের নির্ধারিত বাজেটের থেকে বেশি খরচ করার অনুমতি দেওয়ার অধিকার আপনার নেই। ইন্টারনাল অডিটারের দায়িত্ব অত্যন্ত ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত খরচ অনুমোদিত বাজেট অনুসারেই হচ্ছে কি না তা দেখা আপনার কর্তব্য। যদি অনুমোদিত বাজেট অনুসারে খরচ না হয়ে থাকে, তবে অবিলম্বে আমীর সাহেবকে অবগত করুন।

এরপর নায়েব আমীর ডক্টর হামীদুর রহমান সাহেব বলেন, ২০১৩ সালে হুযুর আনোয়ার লাস এঞ্জেলাসে এসেছিলেন, যেখানে তিনি স্পেনিশদের মাঝে তবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে আমরা অনেক কাজ করেছি। এ পর্যন্ত ৩১ টি বয়আত হয়েছে। সেখানে আমরা গীর্জা ভবনও ক্রয় করেছি, যার সঙ্গে ২৬ টি গাড়ি পার্কিং-এরও জায়গা রয়েছে। এই প্রকল্পের সফলতার জন্য হুযুর আনোয়ারেরর কাছে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি।

তিনি বলেন, ৩৮০০ বর্গফুট ছাদ বিশিষ্ট অংশ। এর দুটি অংশ রয়েছে, এক, পুরোনো গীর্জা, যেটি ১৮০০ বর্গফুট। আর দ্বিতীয় অংশটি নবনির্মিত, যেখানে স্কুল ছিল। এর পিছনে সাড়ে নয় লক্ষ ডলার খরচ হয়েছে, যার মধ্য থেকে কিছুটা মরকয থেকে ঋণ হিসেবে নেওয়া হয়েছে আর বাকিটা আমরা নিজেরাই বহন করেছি। ইনশাআল্লাহ্ মরকযকেও তাদের পাওনা সত্ত্বর ফিরিয়ে দিব।

হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে নায়েব আমীর সাহেব বলেন, ভবনটি একতল বিশিষ্ট। কিন্তু আমরা এটিকে দ্বিতল করার অনুমতি পাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। অনুমতি পাওয়া গেলে নতুন অংশটিতে দ্বিতল নির্মাণ করা যেতে পারে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি Structural engineers -এর কাছে আগে জেনে নি যে প্রথমতল দ্বিতলের ওজন সহন করতে পারবে কি না।

****

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দায়প্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

২০১৯ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মানী সফর

২রা জুলাই, ২০১৯
ইসলামাবাদ (যুক্তরাজ্য) থেকে ফ্রাঙ্কফোর্ট-এর উদ্দেশ্যে রওনা

আজকের এই দিনটি জামাত আহমদীয়ার ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্ববহ, কেননা আজকের দিনে হুযুর আনোয়ার প্রথমবার আহমদীয়াতের নতুন কেন্দ্র 'ইসলামাবাদ' (যুক্তরাজ্য) থেকে কোনও বাইরের দেশের সফরে রওনা হলেন।

কালসারবেতে জলসার প্রস্তুতি নিরীক্ষণ

প্রায় আটটার সময় জলসার প্রস্তুতি নিরীক্ষণ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। জলসা সালানার নায়েব অফিসারগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিলেন, যাঁদের সংখ্যা ছিল ১৪জন।

জামাত আহমদীয়া হ্যামবার্গ থেকে ৭জন খুদ্দাম এবং ৪জন আতফাল পাঁচ দিনে সাইকলে চড়ে ৬৮০ কিমি পথ পেরিয়ে জলসাগাহে পৌঁছেছিল। হুযুর আনোয়ার তাদের প্রতি স্নেহদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক এগিয়ে আসেন। তারা হুযুরের সমীপে নিবেদন করেন , ৬৮০ কিমি পথ পাড়ি দিয়ে আজই এখানে পৌঁছেছে। হুযুর আনোয়ার বলেন, মাশাআল্লাহ॥

পুরুষ জলসাগাহ সংলগ্ন একটি উন্মুক্ত স্থানে প্রকাণ্ড আকারের একটি তাঁবু লাগানো হয়েছিল। জলসা গৃহ পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর যারা ভিতরে স্থান পাবে না, তারা এই তাঁবুতে বসে জলসা শুনবে। এখানে যথারীতি নামাযের জন্য সারি তৈরী করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার এই তাঁবুটির বিষয়ে খবরাখবর নেন।

জলসার জন্য যেখানে খাদ্যদ্রব্য এবং আরও প্রয়োজনীয় উপকরণ মজুত করা হয়, সেই স্থানটি হুযুর আনোয়ার পরিদর্শন করেন। এখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন বিভাগকে খাদ্য ও বিভিন্ন রসদ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

এই ভাঁড়ার ঘরের ঠিক বিপরীতে বিদেশী অতিথিদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। হুযুর আনোয়ার এই অংশটি পরিদর্শন করে খুঁটিনাটি জেনে নেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার লঙ্গর খানা পরিদর্শন করেন। সর্বপ্রথম তিনি মাংস কাটার ব্যবস্থাপনা এবং এর ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলেন। মাংসকে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করার জন্য কন্টেনার সদৃশ একটি ফ্রিজ নেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে কয়েক টন মাংস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

এরপর হুযুর আনোয়ার পুরো লঙ্গর খানা পরিদর্শন করেন এবং খাদ্য প্রস্তুতির ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করেন এবং খাদ্যের মান পরীক্ষা করেন।

বিভিন্ন দেশ ও জাতির অতিথিদের প্রয়োজন ও রুচি অনুসারে পৃথক পৃথক খাদ্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার সেটিও নিরীক্ষণ করেন। জলসায় আগত অতিথিদের জন্য আজ মাংস-আলু ও ডাল রান্না করা হয়েছিল, সঙ্গে সেই রুটিও ছিল যেগুলি অতিথিদের দেওয়া হবে।

হুযুর আনোয়ার মাংস-আলু এবং ডালের কয়েকটি গ্রাস মুখে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেন যে সঠিকভাবে রান্না হয়েছে কি না বা তাতে কোনও ঘাটতি রয়েছে কি না। হুযুর আনোয়ার খাদ্যের মান সম্পর্কে ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে কথা বলেন।

লঙ্গর খানার কর্মীরা একটি বড় আকারের কেক তৈরী করে রেখেছিল। হুযুর আনোয়ার সেই খুদ্দামদের জন্য কেকটিকে কয়েকটি ভাগে কেটে নিয়ে নিজে একটি টুকরো গ্রহণ করেন।

লঙ্গর খানার বাইরে ডেকচি ওয়াশিং মেশিন লাগানো হয়েছিল। মেশিনটি বিগত এগারো বারো বছর থেকে লাগানো হচ্ছে। প্রতি বছর এটিকে উন্নততর করা হচ্ছে। মেশিনটি আহমদী প্রকৌশলীরা নিজেরাই তৈরী করেছে। প্রারম্ভে মেশিনে ডেকচি রাখার পর একটি সুইচ টিপতে হত। কিন্তু গত এক-দুই বছরে এটিকে আরও উন্নত ও আধুনিক করা হয়েছে। এখন সুইচ টিপতে হয় না, ডেকচি ধোওয়ার জন্য মেশিনে রাখা মাত্রই সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালু হয়ে যায় আর ডেকটি পরিস্কার হয়ে নিজে থেকেই বাইরে চলে আসে।

মেশিনটির বিষয়ে হুযুর আনোয়ার আমীর সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর লঙ্গর খানার কর্মীদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার গ্রুপ ফটো তোলেন।

লঙ্গর খানার পাশেই খাওয়ানোর জন্য দুটি বড় আকারের তাঁবু লাগানো হয়েছিল। কাছেই একটি চায়ের স্টলও ছিল।

এরপর হুযুর আনোয়ার প্রাইভেট তাঁবুর দিকে আসেন। রাস্তার দুই ধার দিয়ে সারি বদ্ধভাবে তাঁবুগুলি লাগানো হয়েছিল। হুযুর সেই রাস্তা বরাবর হেঁটে চলেন।

এরপর হুযুর আনোয়ার মহিলা জলসা গাহের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করে দেখেন। লাজনাদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা এবং বাজার বাইরের খোলা জায়গায় তাঁবুর মধ্যে করা হয়েছিল। যার ফলে জলসাগৃহে তাদের জলসার জন্য অনেক বড় জায়গা পাওয়া যায়। হুযুর আনোয়ার পুরো ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ করে দেখেন।

লাজনা জলসা গাহ নিরীক্ষণের পর হুযুর আনোয়ার এম.টি.এ স্টুডিওর দিকে আসেন। এম.টি.এ-৩-আরবী দলের সঙ্গে তিনি কথা বলেন।

এরপর এম.টি.এর তাঁবুতে আসেন যেখানে চ্যানেলের বিভিন্ন বিভাগ রয়েছে। এখানে এম.টি.এর অধীনে বিভিন্ন প্রকল্প তৈরী হচ্ছে। গ্রাফিক্স এবং এডিটিং বিভাগও এখানেই কাজ করছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার বুক-স্টোর ও স্টল নিরীক্ষণ করেন। এখানে বিভিন্ন টেবিল ও স্ট্যান্ডের উপর বই সাজিয়ে রাখা ছিল।

ন্যাশনাল ইশাআত সেক্রেটারী বলেন, নতুন প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে বারাহীনে আহমদীয়ার চারটি খণ্ডের জার্মান অনুবাদ। এছাড়াও Essence of Islam বইটিরও জার্মান অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এরপর হুযুর আনোয়ার 'হিউম্যানিটি ফার্স্ট'-এর স্টলে আসেন, তাদের অ্যাপ লঞ্চ করেন এবং তা কিভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে বিভাগীয় ইনচার্জ সাহেবের কাছে জেনে নেন। তিনি বলেন, এতে হিউম্যানিটি ফার্স্ট, মানবসেবা এবং জনকল্যাণমূলক কাজের বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের উদ্ধৃতি ও ভাষণ আপলোড করা হবে। জনকল্যাণমূলক যে সমস্ত কাজ হচ্ছে, সেগুলি মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে। যারা এই সব কাজের জন্য চাঁদা দিতে চান তাদের জন্য এই অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ তথ্য দেওয়া হবে। সমগ্র বিশ্বে হিউম্যানিটি ফার্স্টের অধীনে হওয়া কার্যক্রমের রিপোর্টও এতে চলে আসবে।

সাও টোম দেশে সেখানকার সরকার ও প্রশাসন হিউম্যানিটি ফার্স্টকে হাসপাতাল খোলার জন্য যে বিল্ডিং দিয়েছে তার চিত্রও এখানে রাখা হয়েছে। সেই বিল্ডিংয়ের প্রতিকৃতি তৈরী করেও এখানে রাখা হয়েছিল। হুযুর আনোয়ার সেই চিত্রগুলি এবং প্রতিকৃতি দেখেন।

জার্মানির হিউম্যানিটি ফার্স্টের চেয়ারম্যান হুযুর আনোয়ারকে বলেন, একবছর পূর্বে হুযুর বলেছিলেন দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজারে হাসপাতাল তৈরী করে দিন। হুযুর বলেছিলেন, আল্লাহ্ করে দিবেন।

এখন খোদার এমন কৃপা হয়েছে যে, সাওটোমোর সরকার আমাদেরকে পঞ্চাশ লক্ষ ডলারের হাসপাতাল দিয়েছে যা গত আট-দশ বছর থেকে বন্ধ ছিল। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, এতো রীতিমত চমৎকার, এখন তো আপনারা দুই লক্ষ ইউরোতে কাজ শুরু করতে পারবেন।

হিউম্যানিটি ফার্স্ট একটি কিট তৈরী করেছে যার মধ্যে রয়েছে একটি জ্যাকেট, একটি কলমের সেট, নোটবুক, কলমদানি, ওয়েট পেপার, দেওয়াল ঘড়ি, রোদের চশমা, টুটি এবং জিন্নাহ টুপি। হুযুর আনোয়ার রীতিমত অর্থের বিনিময়ে একটি কিট ক্রয় করেন এবং ইনচার্জ সাহেবকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, সাওটোমে থেকে যে সব অতিথিরা এসেছেন, তাদেরকে এগুলি উপহার হিসেবে দিন।

এরপর হুযুর আনোয়ার এম.টি.এ স্টুডিওর সেই অংশে যান যেখান থেকে সরাসরি অনুষ্ঠান সম্প্রচারের ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তিনটি ভ্যান ছিল যার মধ্যে আপ-লিংকের সমস্ত যন্ত্রপাতিও সরঞ্জাম সংস্থাপিত ছিল। একটি ভ্যানের মাধ্যমে এম.টি.এর সরাসরি অনুষ্ঠানগুলি জলসা গাহ থেকে আপলিঙ্ক হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভ্যান থেকে যথাক্রমে এম.টি.এ ১ ও এম.টি.এ ২-এর সম্প্রচার হবে। এই ব্যবস্থাপনা হুযুর আনোয়ার নিরীক্ষণ করেন এবং ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেন।

জলসাগাহের প্রধান সভাকক্ষের বাইরে একটি তাঁবু লাগিয়ে বিভিন্ন কেবিন তৈরী করে জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান ও বক্তব্যের বিভিন্ন ভাষায় সরাসরি অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে অনুবাদের জন্য কুড়িটি কেবিন তৈরী করা হয়েছে এবং নিম্নোক্ত ১৩টি ভাষায় অনুষ্ঠান অনুদিত হবে।

আরবী, আলবেনিয়ান, বাংলা, বোসনিয়ান, বুলগেরিয়ান, ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, জার্মানী, ইন্ডোনেশিয়ান, রাশিয়ান, স্পেনিশ, তুর্কিশ এবং উর্দু। এছাড়াও মহিলাদের জলসার বিশেষ অধিবেশনের জন্য সাতটি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষার অনুবাদকবৃন্দ নিজের নিজের কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

২০১৯ সালের জার্মানী জলসার প্রস্তুতি নিরীক্ষণ অনুষ্ঠানে কর্মী ও ব্যবস্থাপকদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ।

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া পাঠের পর হুযুর বলেন: ইনশাআল্লাহ্ কাল থেকে জার্মানীর সালানা জলসা আরম্ভ হচ্ছে। জলসার কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। এমনকি কিছু কিছু বিভাগ কয়েক মাস আগেই কাজ শুর করে দেয়। আমি পূর্বেও একাধিক বার একথার উল্লেখ করেছি যে, জার্মানী এখন বড় জামাতগুলির অন্তর্ভুক্ত যাদের কর্মীরা এতটাই প্রশিক্ষিত হয়ে উঠেছে যে, তারা অনায়াসে অল্প সময়ের মধ্যেই খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে উঠতে পারে। এবার কিছুটা অসুবিধা ও জটিলতা ছিল। আমাকে জানানো হয়েছিল যে, শেষ মুহুর্তে হলঘরটি পাওয়া যাবে আর ৩৬ ঘন্টার মধ্যে এটিকে তৈরী করতে হবে। ৩৬ ঘন্টার মধ্যে কিভাবে তৈরী করা যাবে এ নিয়ে অফিসার সাহেব খুবই উৎকণ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু আল্লাহ্ কৃপায় কর্মী ও অন্যান্য দলগুলি অপার উদ্যম নিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে হয়তো কোম্পানির লোকও ছিল।

হুযুর বলেন, এক সময় বলা হত যে, আমাদের কর্মীদের মধ্যে অমুক ব্যক্তি বড় জিন, সে বড় বড় কাজ করতে পারে। এখন আমি দেখছি এখানেও, যুক্তরাজ্যে এবং আরও অনেক স্থানে আল্লাহ্ তা'লা জামাতকে জিনেদের বাহিনী দান করেছেন। আহমদী নন এমন কল্পনাবিলাসী ব্যক্তিরা হয়তো ভেবে বসবেন এখানে জিনেদের দল ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর পাছে তারা তাদের কোনও ক্ষতি না করে। কিন্তু আমাদের জিন খোদার কৃপায় কল্যাণকর সত্তা। তারা আল্লাহ্‌র জন্য কাজ করে আর তাঁর জন্য ত্যাগ-স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে। অনেকে আছেন যাদের টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, বা সেই দক্ষতা নেই যা থাকা উচিত, তা সত্ত্বেও তারা অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে কাজ করে। এটি আপনাদের উপর আল্লাহ্‌র কৃপা, তিনি সাহায্য করেন। যে কাজের জন্য অন্যদেরকে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়, বড় বড় বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসতে হয়, সেই কাজ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সাধারণ কর্মীদের মাধ্যমেই সমাধা করার তৌফিক দেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, তিনিই আমাদেকে জামাতের জন্য নিজেদের সময় ও শক্তিবৃত্তিকে কাজে লাগানোর তৌফিক দিচ্ছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে জলসার এই তিন দিনে এবং পরে গোটানোর সময়েও এই কাজকে যথাযথভাবে সম্পন্ন করার তৌফিক দিন আর সেই কাজ যেন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। এর জন্য যে দল নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকেও আল্লাহ্ তা'লা তৌফিক দিন।

হুযুর বলেন, এই দিনগুলিতে সব সময় আমি একটি কথা স্মরণ করিয়ে থাকি, আমি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আপনারা একথা মনে করবেন যে কাজের কারণে আপনাদের নামায ছাড় দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কর্মীদেরকে যথাসময়ে নামায পড়ার চেষ্টা করতে হবে। সমস্ত সহায়ক ও স্বেচ্ছাসেবীরা যেন সময়মত নামায পড়ে সে বিষয়টি জলসার অফিসার এবং নায়েব অফিসারগণ সুনিশ্চিত করেন। দ্বিতীয় কথাটি হল, উন্নত আচরণ। এই বিষয়ে বার বার উপদেশ দিতে হয়, যাতে আপনারা ভুলে না যান। মোটের উপর এর মান এখন অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু এখানে পুরুষ জলসাগাহ ও মহিলা জলসাগাহে বা অন্যান্য স্থানে যে সমস্ত মহিলা কর্মীরা খাদ্য পরিবেশনের দায়িত্বে থাকে, কিম্বা যারা পরিচ্ছন্নতা বিভাগে নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষায় ডিউটি দেয়, তারা অনেক সময় মানুষের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করে ফেলে। অনেক বৃদ্ধ মহিলার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা হয় না। মহিলা-কর্মীদেরও কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে। অনেক সময় ভিড় অনেক বেশি বেড়ে যায়। টয়লেট ফাঁকা না থাকলে কর্মীরা কি করতে পারে? কিন্তু কোনও অতিথি বা বয়স্ক ব্যক্তি যদি সামান্য রেগেও যান, তবুও আপনাদের ভাল ব্যবহার করা উচিত। কোনও অন্যায় কথা বলবেন না যা তাদের মনঃপীড়ার কারণ হতে পারে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অতএব আপনারা এবিষয়টি সুনিশ্চিত করে নিন যে, এত উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে জলসার পূর্বে যেভাবে কাজ করেছেন, জলসা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়ার জন্য এবং সম্পন্ন হওয়ার জন্য যে পরিশ্রম করছেন, অনুরূপভাবে জলসার দিনগুলিতে ক্লান্তি ও বাধা সত্ত্বেও উন্নত আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে এই দিনগুলি অতিবাহিত করবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি আপনাদের উন্নত আচরণ কাম্য। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। এখন দোয়া করে নিন।

৫ জুলাই, ২০১৯
সাংবাদিক সম্মেলন

জুমা ও আসরের নামাযের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য আসেন। জার্মানী, স্লোভেনিয়া এবং মেসোডোনিয়া থেকে আগত বৈদ্যুতিন এবং সংবাদ পত্রিকার প্রতিনিধি ও সাংবাদিকগণ প্রতীক্ষারত ছিলেন। ১০:০৩টায় সম্মেলন আরম্ভ হয়।

একজন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, দেখুন আমাদের জলসা আমাদের জামাতের সদস্যদের জন্য। এর উদ্দেশ্য হল আহমদীরা যেন আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি করে, নিজেদের আচরণকে উন্নত করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর বান্দাদের অধিকার কিভাবে উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় তা অনুধাবন করা।

এরপর ইসলামোফোবিয়া বা ইসলাম সম্পর্কে আতঙ্কের বিষয়ে একটি প্রশ্ন করা হয়, যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি জানি না ইসলামেফোবিয়া কি কারণে হয়? দুই শ্রেণীর মুসলমান রয়েছে। এক শ্রেণীর মুসলমান সন্ত্রাস ও অশান্তিপ্রিয়, যারা নিজেদের দেশের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে, যা অন্য দেশগুলিকেও আক্রান্ত করছে। এক অন্য প্রকারের মুসলমানও রয়েছে। যেমনটি আমরা, যারা সব সময় ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার করছি। যাতে বলা হয়েছে একজন মুসলমানের কি কি কর্তব্য রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লার অধিকার কি আর তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকার কি আর কিভাবে তা উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠা করতে হয়। কাজেই আপনি যদি ইসলাম সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করেন তবে ইসলাম সম্পর্কে কোনও প্রকার ফোবিয়া বা আতঙ্কে ভোগা উচিত নয়।

হুযুর বলেন, ইসলামো ফোবিয়া আসলে কেন তৈরী হয়? আপনাদের মধ্যে যারা সাংবাদিক এবং নিবন্ধকার, তারাই বলেন যে, এই অশান্তিপ্রিয় মুসলমানদের সংখ্যা নগণ্য, যারা নৈরাজ্য ও জটিলতা তৈরী করছে। তাই আপনারা একে ইসলামোফোবিয়া বলতে পারেন না। তবে একথা অবশ্যই বলতে পারেন যে, এই নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছে মুষ্টিমেয় উগ্রবাদী মুসলমানেরা। আমার মতে এ বিষয় নিয়ে কোনও প্রকার জটিলতা থাকা উচিত নয়। আপনি যদি ইসলামকে আমাদের চোখ দিয়ে দেখেন, তবে এর মধ্যে কোনও ভুল আপনার চোখে পড়বে না। তাই কোনও ভুল জিনিস না থাকলে ইসলামোফোবিয়াও হবে না। তবে মুষ্টিমেয় লোক অবশ্যই রয়েছে যারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য ছড়াচ্ছে, এদের মধ্যে কিছু মুসলমানও রয়েছে, অন্যরাও রয়েছে। প্রতি বছর আমেরিকাতেই হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। কে তাদেরকে হত্যা করছে? হত্যাকারীরা তো সে দেশেরই মার্কিন নাগরিক। একই জিনিস মুসলিম দেশগুলিতেও হচ্ছে। কিন্তু আপনাদের দেশে নিজেদের লোককেই যখন হত্যা করা হয়, তখন তো আপনারা একথা বলেন না যে এরা খৃষ্টবাদের কারণে একাজ করছে। কাজেই মুসলমানদের অনিষ্টতামূলক কাজগুলিকে ইসলামের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত নয়।

মেসোডোনিয়ার এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, জলসা সালানা উপলক্ষ্যে সারা বিশ্বের কাছে আপনি কি বার্তা দিবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন, এবিষয়ে আমি জুমার খুতবাতেই বলেছি। আমাদেরকে এমন মুসলমান হতে হবে যারা হবে উন্নত চরিত্রের অধিকারী। আমাদেরকে নিজেদের স্রষ্টা ও এবং তাঁর সৃষ্ট জীবের অধিকার প্রতিষ্ঠাকারী হতে হবে এবং পরস্পর শান্তি ও সম্প্রীতি সহকারে বাস করতে হবে।

এরপর বোসনিয়ার আরও একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপে প্রাচ্যের দেশগুলি থেকে আসা মানুষরা, বিশেষত পাকিস্তানের মত দেশ থেকে আসা মানুষরা ইউরোপের সমাজে থেকেও নিজেদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করে চলে, ইউরোপের সংস্কৃতিকে আপন করে নেয় না। এটি আমাদের সমাজের জন্য একটি বিপদ। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এ সম্পর্কে তারাই ভাল বলতে পারবেন যারা আশঙ্কিত হচ্ছেন। আর বলতে গেলে, যারা পাকিস্তান থেকে আসেন বা যারা নিজেদের মূল্যবোধ রক্ষা করতে চান, নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করতে চান, তারা তার উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তারা যদি নিজেদের ধর্মাচার অনুশীলন করেন, তবে তাতে ইউরোপের মানুষের জন্য বিপদ হওয়া উচিত নয়। ইউরোপবাসী যদি বিপদ আঁচ করে, তবে আমরা মতে তাদের এই উপলব্ধি অমূলক। কেননা, এর অর্থ হল, তাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস হারিয়ে গেছে। তাদের ধারণা এই ছোট্ট একটি সম্প্রদায় বা মুষ্টিমেয় মানুষ বা শরণার্থীর দল তাদের উপর বেশি প্রভাব ফেলবে বা হয়তো তাদেরকে সংখ্যায় ছাড়িয়ে যাবে, মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কখনও কোনও দেশে শরণার্থী বা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 28 Nov , 2019 Issue No.48

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

অভিবাসীদের সংখ্যা এত বেশি হতে পারে না যে তারা স্থানীয় অধিবাসীদেরর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ফেলবে। যদি স্থানীয়রা ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে, তবে তাদের সেই ধর্মের কারণে। পৃথিবীতে খৃষ্টবাদ এমনভাবে প্রসার লাভ করেছিল যে এটি প্রত্যেকটি দেশের সংস্কৃতি ও সভ্যতার উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, দেশের নাগরিকদের প্রধান ধর্ম হয়ে উঠেছিল। শরণার্থীরা এসে খৃষ্টবাদকে আধিপত্য দেয় নি। যদি এরা ধর্মের বিষয়ে সংরক্ষণবাদী হয়, তবুও এতে উদ্বেগের কিছু নেই। বরং ধর্মকে রক্ষা না করলেই উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত। তাদের উচিত নিজেদের ধর্মকে রক্ষা করা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এরা যদি নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখে, তবে মুসলমানরা কখনও তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। তাই আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

একজন মহিলা সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, জামাতে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে কিরূপ তারতম্য রয়েছে এবং এতে তাঁর ভূমিকা কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাকে একটি প্রাথমিক বিষয় সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। আমরা একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়, ধর্মীয় শিক্ষা অনুশীলন করা এবং আমাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থর কুরআন করীম অনুসরণ করা কর্তব্য। আমাদেরকে নবী করীম (সা.)-এর সুন্নত ও কথন মেনে চলতে হবে। আপনি যদি এগুলি মেনে না চলেন, তবে এর অর্থ হল প্রাথমিক শিক্ষাগুলি এড়িয়ে চলছেন। দ্বিতীয়ত, ইসলাম শুরু থেকেই নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত রেখেছে। এক শতাব্দী পূর্বেও ইউরোপে নারীদের অধিকার বলতে কিছু ছিল না। পিতামাতার উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার নারীজাতির ছিল না, না ছিল তাদের ভোটাধিকার। এছাড়াও আরও অনেক বিষয় রয়েছে। ইসলাম নারীজাতির জন্য উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। স্বামীর সঙ্গে সন্তুষ্ট না থাকলে 'খুলা' নেওয়ার অধিকারও তাকে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মহিলাদেরকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করার অধিকারও প্রতিষ্ঠা করেছে, অবশ্য পিতামাতার সঙ্গে পরামর্শ করার পর। এছাড়াও আরও অনেক নির্দেশাবলী রয়েছে যেগুলির মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন মহিলাদের জন্য পৃথক একটি হলঘর রাখা হয়েছে, যেখানে তাদের জন্য যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে। আগামী কাল তারা সেখানে নিজেদের অনুষ্ঠান করবে, বক্তৃতা দিবে। আমিও মহিলাদের দিকে ভাষণ দিব। কাজেই ইসলাম পুরুষদের ও মহিলাদের দায়িত্ব পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে পুরুষদের কাজ কি আর মহিলাদের কাজ কি? আমার দর্শন মতে মেয়েরা যদি পুরুষদের অভিভাবকত্ব ছাড়া কাজ করে, তবে বেশি ভালভাবে কাজ করতে পারে। যে মহিলাটি আপনার সঙ্গে বসে আছে সে পুরুষদের চেয়ে কয়েকগুণ ভাল বক্তা।

সেনেগাল থেকে আগত অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত

সেনেগাল, মায়ুটি দ্বীপ এবং লিথোনিয়া থেকে আসা অতিথিদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার সম্মিলিতভাবে সাক্ষাত করেন।

সেনেগাল থেকে আসা অতিথি সিয়ার নিদাও সাহেব (নিজের এলাকার কমিশনর) বলেন, হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তাঁর আজকের বক্তৃতায় ভালবাসা ও একত্ববাদের পাঠ ছিল। এই ভাষণ আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি যদি না জলসা দেখতাম এবং হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করতাম, তবে আমার জীবনে এক বিরাট শূন্যতা বিরাজ করত। আমি মনে করে আজ হুযুরের সঙ্গে সাক্ষাত করে জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। আমি অকপটে একথা স্বীকার করছি যে, হুযুর আনোয়ার কেবল একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তিই নন, বরং খোদা তা'লা তাঁকে নিযুক্ত করেছেন। তিনি এই জগতের নন।' এই কথাগুলি বলার সময় তাঁর চোখদুটি সজল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, এমন মহান ব্যক্তি সম্পর্কে আর কোনও মন্তব্য করার শক্তি আমার নেই। তিনি দলের পক্ষ থেকে হুযুর আনোয়ারকে একটি নৌকা উপহার দিয়ে বলেন, এই নৌকাটি শান্তির বাহক। ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- নৌকাটি এই বার্তা বহন করে। এখন যে ব্যক্তিই এই নৌকাতে আরোহী হবে সে শান্তি লাভ করবে। এটি হল আহমদীয়াতের নৌকা। নৌকা উপহার দেওয়ার আরও একটি অর্থ হল এর সঙ্গে আমাদের দেশের অর্থনীতি জড়িত। কাজেই আমাদের দেশের জন্য দোয়া করুন। তিনিও আরও বলেন, আমি হুযুর আনোয়ারকে সেনেগাল আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। হুযুর আনোয়ার বলেন আমি সময় বের করব। ইনশাআল্লাহ॥

সেনেগাল থেকে আসা আর এক অতিথি ডক্টর মোরজাও সাহেব, যিনি স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাইরেক্টর জেনারেল, বলেন-হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করা আমার পরম সৌভাগ্য। জামাত হাসপাতাল খুলেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কানাডাবাসীরা হাসপাতালের জন্য সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। এজন্যও হুযুর আনোয়ারকে ধন্যবাদ জানাই। আরও হাসপাতাল পরিষেবা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা-বিভাগে সেনেগালের অনেক ঘাটতি রয়েছে। বিশেষ করে চাইল্ড কেয়ার হাসপাতালের অভাব প্রকট। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা সমীক্ষা করে দেখব। তিনি আরও বলেন, আমরা কারো দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়াই, তখন তার থেকে আর পিছনে সরে আসি না। একথা শুন সমস্ত প্রতিনিধিরা একসঙ্গে হুযুরের দিকে হাত বাড়িয়ে সমস্বরে বলে ওঠেন, 'আমাদের পক্ষ থেকেও এই হাত কখনও পিছনে সরে আসবে না।'

ভদ্রলোক নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, আমি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখেছি। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমাবেশও দেখেছি। আমেরিকা, ইউরোপ সব দেশেই গিয়েছি, কিন্তু এমন ব্যবস্থাপনা, এমন খাঁটি ইসলাম ও ইসলামের এমন মনোহর চিত্তাকর্ষক চিত্র পূর্বে কখনও দেখি নি। এমন আনুগত্য কোথাও দেখি নি যা এখানকার মানুষের মধ্যে দেখেছি। আমি প্রকৃত দর্শনের ভিত্তিতে বলতে পারি, পৃথিবীর কোনও রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাকে কোনও ব্যক্তিকে এত ভালবাসতে দেখি নি, যতটা এরা খিলাফতের প্রতি ভালবাসা রাখে। এই সত্য অকপটে স্বীকার করতে পারি।

ডক্টর মোরজা সাহেব এবং তার সঙ্গী কমিশনার সিয়ার নিদাও সাহেব বলেন, আমরা আন্তরিকভাবে এই সত্যকে স্বীকার করছি আর যা কিছু আমরা দেখেছি, তা এমন এমন সত্য যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আজ আমাদের হৃদয় আপনাদের সঙ্গে জুড়ে গেল। আজ আমরা যা কিছু দেখলাম ও শুনলাম, বিশেষ করে ভাষণে, তা কখনও মন থেকে হারিয়ে যাবে না।' যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আসল বিষয় হল তাকওয়া। মানুষকে সর্বাবস্থায় তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সহায় হন।

সেনেগালের আর এক অতিথি ডাফ উমর সায়েদু সাহেব রেডিও ডাইরেক্টর পদে রয়েছেন। তিনি বলেন, আমি একটি রেডিও-র ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। প্রত্যেক জুমায় জামাতের অনুষ্ঠান হয়, হুযুরের জুমার খুতবা ফ্রেঞ্চ ভাষায় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়। এই সাক্ষাত আমার ও পরিবারের জন্য এক অমূল্য সম্পদ যা স্মৃতিপটে চির অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমি চিরকাল খোদার খলীফার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে গেলাম, তাঁর প্রতিই নিবেদিত। যখন থেকে আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর সত্যতা উপলব্ধি করেছি, তাঁর প্রতি নিবেদিত হওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। (ক্রমশ..)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir